প্রলয়

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম্. লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রিন্টার : শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭ জি, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

নিবেদন

বিহার ভূমিকম্পের ঠিক বিশদিন পরে আমি এই 'প্রলয়' রচনা শেষ করি। আজ এতদিন পরে বেতারের নাট্য-পরিচালক বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের উদ্যোগে ও শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র মহাশয়ের আগ্রহে দি ষ্টেজ প্রডিউস্যার্স কর্ত্তৃক রঙমহল-মঞ্চে 'প্রলয়' অভিনীত হোলো। 'প্রলয়'কে এতদিন পরে যাঁরা মঞ্চস্থ করলেন, প্রলয়ের রূপ ফুটিয়ে তোলবার আয়োজনে যাঁরা কোনই ত্রুটি রাখলেন না, অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করলেন না— আজ সবার আগে তাঁদেরকেই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করচি।

সঙ্গীতাচার্য্য কৃষ্ণচন্দ্র দে আমার ভাষার দৈন্য ঢেকে দিয়েচেন, তাঁর অনুপম সুরের-ঝঙ্কারে। ভূমিকম্পের এবং সমগ্র নাটকের অনুকূল ধ্বনি প্রকাশ করবার যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তিনি নাটকের রস জমাবার সহায়তা করেচেন, তা অভূতপূর্ব্ব বল্লে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আজ মনে হচ্ছে, এই আশ্চর্য্য Incidental Musicএর সাহায্য যেন অপরিহার্য্যই ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র আমার বহুদিনের বন্ধু। নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে তিনি আমার আরো দু'খানি নাটকের কয়েকখানি গানে সুর-যোজনা করেচেন। আজ তাঁর থিয়েটারে আমার বই তাঁর অখণ্ড মনযোগ পেয়েচে বলে আমি বিস্মিত হইনি, আমার বন্ধুভাগ্যে উৎফুল্ল হয়েচি। তাঁর প্রীতি আমার সম্পদ।

কবি শৈলেন রায় খ্যাতিমান সঙ্গীত-রচয়িতা। স্নেহের দাবী নিয়ে উপযাচক হয়ে প্রলয়ের সব ক'খানি গান তিনি রচনা করে দিয়েচেন। তাঁর গান আমার রচনার অনেক অস্ফুট ভাবকে ফুটিয়ে তুলেচে। আমার প্রার্থনা, তিনি আরো যশ অর্জ্জন করুন।

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট প্রিয়-বন্ধু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রলয়' পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। আমার প্রতি তাঁর অহেতুক স্নেহ

রয়েচে। আমার বই পেলেই, দোষ-গুণ বিচার না করে, তাই নিয়ে মেতে ওঠা তাঁর স্বভাব হয়ে উঠেচে। 'প্রলয়' পরিচালনায় যে খ্যাতি তিনি অর্জ্জন করেচেন, তার চেয়ে অনেক বেশী খ্যাতি লাভের যোগ্যতা তাঁর আছে। তাঁর শক্তির পূর্ণ পরিচয় তিনি দিতে পারবেন, সুলিখিত কোন নাটক পরিচালনার ভার পেলে। সেই সুযোগ তিনি লাভ করুন।

রতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সন্তোষ সিংহ আমার দুই তরুণ বন্ধু। জনতার Composition এবং Movements ঠিক করবার জন্য কি শ্রম যে তাঁরা করেচেন, তা না দেখলে ধারণায় আনা যায় না। তাঁদের শ্রম সার্থক হয়েচে। জনতায় যাঁরা অংশ গ্রহণ কবেচেন, তাঁবা খ্যাতি লাভ করেচেন।

সম্প্রদায়ের অভিনেতৃগণ সর্ব্বশক্তিনিয়োগে অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার চেষ্টা করে আমার প্রীতি অর্জ্জন করেচেন। Orchestraর শিল্পীরা অবিরাম সুর-ধারা বর্ষণ করে, আলোক-শিল্পীরা আলো-ছায়ার খেলা দেখিয়ে, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু) সেটিংস্‌-এর শোভা দিয়ে প্রলয়ের যে রূপ ফুটিয়ে তুলেচেন, লিখিত নাটকের সে রূপ ছিল না। সকলের দানই আমি স্বীকার করচি।

* * *

এইবার 'প্রলয়' সম্বন্ধে আমার নিজের কয়েকটি কথা বলব। ভূমিকম্পের সময় রচিত হয়েছিল বলে 'প্রলয়' যেমন হয়েচে ইমোশান-প্রধান, তেম্নি তা পেয়েচে মেলোড্রামার রূপ। সামাজিক নাটক বলতে যা বুঝায়, 'প্রলয়' তা নয়। প্রলয়ে হিরো নেই, হিরোইন নেই,—আছে একদল সর্ব্বহারা। তাদের খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই, সুখ নেই, সোয়াস্তি নেই। তারা জানে তারা যে বেঁচে আছে, তাই ব্যতিক্রম—যে কোন মুহূর্ত্তে মৃত্যু তাদের গ্রাস করতে পারে। তাদের ভয় তারা না খেয়ে মরবে, তাদের ভয় তারা শীতে জমে যাবে, তাদের ভয় আবার ভূমিকম্প

এসে তাদের পাতালে নিয়ে যাবে। কিন্তু তারা চায় বাঁচতে। কি করে বাঁচা সম্ভব, তা তারা বোঝে না। তারা সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সামান্য স্বার্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, মারামারি করে; আবার অপ্রয়োজনেও উদারতা দেখায়। তাদের মাঝে যারা তরুণ, তারা মনে করে বয়স্কদের হিতাহিত বিচার-বুদ্ধিই তাদের জীবন দুর্ব্বহ করে দিয়েচে। তাদের মাঝে যারা গোঁড়া, তারা মনে করে আচার পালনে বিরত ব্যক্তিদের পাপের ফলেই ঘটেচে প্রলয়। যে কোন একটা কারণ ঘটলেই তারা তাদের বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

আর একদল লোকেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায় প্রলয়ে। তারা ভাঙ্গা ঘর আবার গড়তে চায়। ধ্বংসকেই তারা চরম বলে জানে না। তারা নব-সৃষ্টির স্বপ্ন দেখে। সেবকদলের নেতা সুস্থির এই দলের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি। সে তার কর্ম্মীদের বোঝায় কত বেদনা জমে উঠেচে পৃথিবীর বুকে। সে বোঝায় আত্মসুখসর্ব্বস্ব মানুষ সমষ্টির সুখের প্রতি উদাসীন থেকে কি সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করেচে। সে মৃতদেহ উদ্ধার করে, আহতদের সেবা করে, নিরন্নদের অন্ন যোগাবার প্রয়াস পায়, উত্তেজিতদের শান্ত করে, হতাশায় ম্রিয়মানদের করে উদ্বুদ্ধ। তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত জনতার বিক্ষোভ প্রতিমুহূর্ত্তেই সুস্থিরকে আঘাত করে। সুস্থির সে আঘাত নিজে বুক পেতে গ্রহণ ক'রে শান্তিস্থাপনের প্রয়াস পায়। সুস্থির যা কাজে করে, অন্ধ অমরনাথ তাই করে গান দিয়ে—জাগবার গান, বাঁচবার গান, বড় হবার গান।

প্রলয়ে আরো একটি দল বড় স্থান জুড়ে রয়েচে। সে হচ্ছে মায়ের দল। এই মায়ের দলের মাতৃত্বই শ্মশানে নন্দন-কানন রচনা করে। মা, ধরিত্রী, নিস্তারিণী, সীতা, সকলেই এই মাতৃত্ব নিয়ে প্রলয়ে আহত হয়েও নব-সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিধরকে বাঁচিয়ে রাখচে। তাই করবার জন্য

কেউ আত্মদান করচে, কেউ করচে নিজ স্বার্থ বিসর্জ্জন, কেউ আঘাতকে উপেক্ষা করে জীবনধারণ করচে।

সুস্থির আদর্শবাদী, রিয়ালিষ্ট নয়। তাই সুস্থির বলে—"মায়েরা মরে না, মরলে সৃষ্টি থাকে না।" তাই মায়ের অকাল মৃত্যুতে ক্ষুব্ধ সেবকদের শুনিয়ে সে বলে—"ধরণীর বুক মরুভূমির মত শুকিয়ে গিয়েছিল! সীতার অন্তরের সঞ্চিত স্নেহ তাকে সরস করে তুলবে। পৃথিবী ফিরে পাবে তার শস্যশ্যামলা রূপ, সন্তান ফিরে পাবে তার হারানো সম্পদ, মৃত্যুকেও জয় করবার জীবন-অমৃত পানে পতিত মানব সব পাবে পরিত্রাণ।" সুস্থির চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়, demonstrate করে, আদর্শবাদ প্রচার করে। তাই সে কাজের অবসরে কথা বলে, প্রচারকের Preacherএর কাজ করে। ধ্বংস রিয়ালিটি। কিন্তু সৃষ্টির মূলে রয়েচে আদর্শবাদ। প্রলয়ের রিয়ালিষ্টিক পট-ভূমিতে আমি নব-সৃষ্টির স্বপ্নে-বিভোর এক তরুণকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েচি; সে তরুণ সুস্থির। তার বাণীই প্রলয়ের বাণী।

* * *

মফঃস্বলের মঞ্চে যাঁরা প্রলয় অভিনয় করতে চাইবেন, তাঁরা হয়ত প্রথম দৃশ্যের কথা ভেবে ভড়কে যাবেন। কিন্তু তার কোন কারণ নাই। ভূমিকম্পের ধ্বনি হবার পর শুধু Suggestion-এর সাহায্যে ভূমিকম্পের পরিচয় দিয়ে একটা কালো পর্দ্দা টেনে দিয়ে সেই পর্দ্দার সাম্নে নটরাজের নৃত্য এবং পর্দ্দার পিছনে নানা ধ্বনির সাহায্যে তাঁরা রস সৃষ্টি করতে পারেন। দ্বিতীয় তৃতীয় অঙ্কে যে জিনিষটির ওপর তাঁদের দৃষ্টি রাখতে হবে, তা হচ্ছে ছাউনি-জীবনের বৈচিত্র্য, নাটকের দ্রুতগতি এবং কিছু কিছু Incidental Music, অর্থাৎ নাটকের আবহ-সৃষ্টির অনুকূল সুর ও ধ্বনি।

৮৪।১।২ গ্রে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা
১৩৩৯

বিনয়াবনত
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

স্বনামধন্য প্রযোজক, নাট্যনিকেতন-প্রতিষ্ঠাতা

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ

প্রীতিভাজনেষু—

চরিত্র-পরিচয়

পুরুষ

সুস্থির	...	...	সেবকদলের নেতা।
অশোক ভোলানাথ শম্ভু	...	...	সুস্থিরের সহচর।
রতন	...	...	মায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র।
কুঞ্জ	...	...	চোর।
দুষমন	...	...	গুণ্ডা।
রাজেশ্বর	...	...	ধনাঢ্য জমিদার।
অমরনাথ	...	...	সীতার বাপ।
নবীন	...	...	ভাব-প্রবণ তরুণ।
সনাতন	...	...	প্রাচীন-পন্থী ব্রাহ্মণ।

স্ত্রী

মা	...	...	বহু সন্তানের জননী।
সীতা	...	...	মায়ের সর্ব্বকনিষ্ঠা পুত্রবধূ।
ধরিত্রী	...	...	সুস্থিরের সহধর্ম্মিনী।
লতিকা	...	...	শম্ভুর স্ত্রী।
নিস্তারিণী	...	...	দুষমনের রক্ষিতা।

আর্ত্ত ও অন্য নর-নারী।

সংগঠনকারীগণ

প্রযোজক	দি ষ্টেজ প্রডিউসার্স।
অধ্যক্ষ	শ্রীযামিনী মিত্র।
পরিচালক	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
সঙ্গীত-পরিচালক ...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে।
মঞ্চাধ্যক্ষ	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে।
সহঃ মঞ্চাধ্যক্ষ	শ্রীবিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত।
স্মারক	শ্রীকালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীঅধীর ঘোষ

—অরকেষ্ট্রা—

হারমোনিয়াম	শ্রীকালীদাস ভট্টাচার্য্য।
ডবল বেস সেতার গিটার	শ্রীবলাই ভট্টাচার্য্য।
ক্লারিওনেট	শ্রীশৈলেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীমথুরানাথ শেঠ।
ভিয়োলা	শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়।
পিয়ানো	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্যাকসোফোন	মিঃ ব্রাউন।

ট্রামপেট	...	...	মিঃ পাঞ্জাব সিং।
ফ্লুট	...	...	মিঃ এ, প্রসাদ।
সঙ্গতী	...	...	শ্রীগোষ্ঠবিহারী রায়।
ঐ সহকারী	...	...	শ্রীবসন্ত মুখোপাধ্যায়।
বাঁশের বাঁশী	...	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
ড্রাম, গং	...	...	শ্রীঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক।

—আলোক-শিল্পী—

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে।

শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ।

শ্রীসুশীল দে।

শ্রীদুলাল দাস।

—পরিচ্ছদ ব্যবস্থাপক—

শ্রীনৃপেন রায়।

শ্রীরাখাল পাল।

শ্রীফেলারাম দাস।

শ্রীযতীন দাস।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মহাপাত্র।

—রূপসজ্জা সহায়ক—

সেখ বেচু।

প্রথম রজনীর অভিনেতৃগণ

সুস্থির	...	...	শ্রীরতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
অশোক	...	...	শ্রীবেচু সিংহ।
ভোলানাথ	...	...	শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
শম্ভু	...	...	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী।
রতন	...	...	শ্রীঅমিয় গোস্বামী।
কুব্জ	...	...	শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
দুষমন	...	...	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়।
রাজেশ্বর	...	...	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস।
অমরনাথ	...	...	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে (সঙ্গীতাচার্য্য)
নবীন	...	...	শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী।
সনাতন	...	...	শ্রীসুধাংশু মিত্র।
'প্রকৃত মহাজন'		...	শ্রীচৈতন্য রায়।
গাঁজাখোর	...	...	শ্রীউমাপদ দাস।
মা	...	...	শ্রীমতী উষাবতী (পটল)।
ধরিত্রী	...	...	শ্রীমতী সুহাসিনী।
সীতা	...	...	শ্রীমতী লক্ষ্মী।
লতিকা	...	...	শ্রীমতী ফিরোজা (ফিরি)।
নিস্তারিণী	...	...	শ্রীমতী গিরিবালা।

জনতা—শ্রীগিরিজা সাধু, গিরিশ দে, সৌরেন দত্ত, ধীরেন সরকার, শান্তিপদ ভট্টাচার্য্য (২), সত্য সরকার, অরুণ মজুমদার, তারাপদ ঘোষ, সুবোধকুমার দে, বঙ্কিম ভট্টাচার্য্য, তারক পাল, দেবীতোষ রায় চৌধুরী।

১ম ব্যক্তি	...	...	শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়।
২য় "	...	...	শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়।
৩য় "	...	...	শ্রীবিনয় বসু
৪র্থ "	...	...	শ্রীপ্রতুল ভট্টাচার্য্য।
৫ম "	...	...	শ্রীশান্তি দাসগুপ্ত।
৬ষ্ঠ "	...	...	শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী।
৭ম "	...	...	শ্রীকমল দাস।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

রক্ত-কমল

গৈরিক পতাকা

ঝড়ের রাতে

সতী-তীর্থ

জননী

দশের দাবী

আবুলহাসান

নর-দেবতা (নিষিদ্ধ)

বাঙলার দুলাল (যন্ত্রস্থ)

প্রলয়

প্রথম অঙ্ক

[পাহাড়পুর একটি ছোট শহর। সেই শহরের একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীর একটি শয়ন ঘরে বাড়ীর সর্ব্বকনিষ্ঠা বধূ সীতা দেয়ালে টাঙানো গণেশজননী চিত্রের দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে গান গাহিতেছে। একটু পরে তাহার স্বামী রতন সেই ঘরে প্রবেশ করিল. এবং দূরে একখানি চেয়ারে বসিল। সীতা স্বামীকে দেখিয়া গান বন্ধ করিল।]

সীতার গান

ফুলের সুরভি সম
কে মোরে জড়ায়ে রয় !
জানি জানি সে যে তুমি
মধুময়, মধুময় !
কে মোর ফুলেরই দেশে,
চকিতে দাঁড়ায় এসে,
সোনার ভ্রমর হয়ে
আঁখি পানে চেয়ে রয় !
মিলনে দিল কে হাসি,
বিরহে আঁখির জল !
হৃদয়-কমলে মম
কে গো সুখ পরিমল !

কারে ডাকি প্রিয়তম,
হৃদয় জুড়ায় মম,
জীবনে মরণে প্রিয়
আমি শুধু তুমিময়।

সীতা। ওকি! অত দূরে বসলে কেন?
রতন। একটু দূরে বসলেই ভাল করে দেখা যায়!
সীতা। ওরকম করে হাসচ যে?
রতন। একটা কথা মনে পড়ে গেল, সীতা!
সীতা। কথাটা শুনতে পাইনা!
রতন। শোনাতেই তো চাই! (কাছে গেল)
সীতা। দূরে থাকাই যদি ভাল তাহলে কাছে এলে কেন?
রতন। দূরে বসে দেখা যায় কিন্তু চুপি চুপি কথা বলা যায় না।
সীতা। এমন কথা, যা চুপি চুপি না কইলেই চলবে না!
রতন। হ্যাঁ, সে ভারি মজার একটা কথা। তোমাকে যখুনি দেখি তখুনি মনে পড়ে!
সীতা। এমন কথা! এতদিন বলনি কেন?
রতন। কেবলই কৈফিয়ৎ তলব। শোনই না কথাটা।
সীতা। শুনচি তো!
রতন। তুমি সীতা অভিনয় দেখেছ?
সীতা। দেখিনি!
রতন। সব মনে আছে?
সীতা। আহা, সীতার কাহিনী আবার কার জানা নেই!

রতন। রামচন্দ্র সীতাকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন আর মনে মনে ভাবতেন —

সীতা। বল, কি ভাবতেন ?

রতন। সীতা তখন আসন্ন-প্রসবা ছিলেন, জান ত ?

সীতা। হ্যাঁ, জানি !

রতন। এই তোমার মতন !

সীতা। ভাল হবে না বলচি, এখুনি মাকে ডেকে বলে দেব।

রতন। পারবে ?

সীতা। খুব পারবো !

রতন। আচ্ছা আমি ডেকে দিচ্ছি। মা ! মা !

সীতা। এই ! কর কি ? মা এখুনি ছুটে আসবেন যে !

রতন। কেন, বড় যে ভয় দেখাচ্ছিলে !

সীতা। ধন্যি যা হোক্।

রতন। এখন চুপটি করে শোন—রামচন্দ্র সীতার মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন কিন্তু মনে মনে ভাবতেন আর একজনার কথা—

সীতা। আজ্ঞে না মশায়, রামচন্দ্রের মনে অন্য কোন নারীর ছায়াও কখনো পড়েনি !

রতন। আরে দূর ! সে কথা নয়। রামচন্দ্র ভাবতেন তাঁর সীতার কোল আলো করে যে দেখা দেবে তারই কথা। তাই—

সীতা। তাই কি ?

রতন। তাই আমার সীতাকেও যখন আমি দেখি, তখন আমারও—

সীতা। ভাল হবেনা বলচি !

রতন। যদি এ সীতার কোলে লব-কুশ যুগলেই আবির্ভূত হন !

সীতা। ফের !

রতন। কেমন মজা হয় বলতো ?

সীতা। একটুও লজ্জা নেই তোমার !

রতন। সত্যি বলচি সীতা, যখনি তোমাকে দেখি তখনি সেই জনক-নন্দিনীর কথা আমার মনে হয়। এইরে ! একটা বেজে গেল। আমাকে এবার উঠতে হয়।

সীতা। একটা বাজেনি, বোস।

রতন। না, না, ঠিক্ একটা। শুনলে না ঢং করে বাজলো !

সীতা। কি বুদ্ধি ! সাড়ে বারোটার সময়েও ঢং করে একটাই বাজে, ঘড়ির দিকে চেয়েই দেখ না—

রতন। তাইতো, সাড়ে বারোটাই তো বেজেচে।

সীতা। চেয়ে না দেখেই চেঁচাবে !

রতন। বুঝতে পারচনা, যতটুকু সময় ঘড়ির দিকে চেয়ে থাকবো ততটুকু সময় মাটী হবে যে ! চোখ তোমার দিক থেকে ফেরাতে ইচ্ছে করে না !

সীতা। এইরে, দুপুর রোদে কাব্য সুরু হল।

মা। (নেপথ্যে) ওরে রতন ! রতন !

রতন। মা আসচেন সীতা, মা। (দূরে সরিয়া গেল আর ছুটিয়া কাছে গেল) এই সীতা, ঘোমটাটা আর একটু টেনে দাও।

সীতা। এও কাব্য !

মা। এই যে রতন, ছেলেরা বলছিল আজ নাকি কোথায় মেলা বসেছে, ওরা দেখবে। নিয়ে যানা ওদের।

রতন। হ্যাঁ, মেলায় আবার যাবে কি। একরত্তি সব ছেলেমেয়ে।

মা। ওদের সখ হয়েছে !

রতন। সখ হলেই কি নিয়ে যেতে হবে ? ছেলেরা আবার মেলার কি দেখবে !

মা। তুই যখন ওদের বয়সের ছিলি ?

রতন। মা সে কাল আর নেই।

মা। ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ তুই! যাবিনে তাই বল। তোকে দিয়ে একটা কাজও হয় না।

রতন। তা না হলেও তোমার সব ছেলের চেয়ে আমাকেই যে বেশী ভালবাস, তা অস্বীকার করতে পারবে না।

মা। শোন কথা!

রতন। আশ্চর্য্য হবার কথা নয় মা। আমি দেখেছি, যে ছেলে যত বেশী টাকা রোজগার করে, সেই ছেলে মায়ের তত বেশী আদর পায়। এই তোমাকেই কেবল দেখচি ভিন্ন! তুমিই কেবল সব রকমে ওঁচা এই ছেলেটাকে সব চেয়ে বেশী ভালবাস!

মা। ওরে, তুই যে সব চেয়ে ছোট!

রতন। কিন্তু মা তোমার বড় ছেলে মানিকবাবু হাকিম হয়ে এজলাসে বসে যে রূপ ছড়িয়ে দেন, তা যদি একবার দেখতে মা—তাহলে এ রতনের দিকে ফিরেও চাইতে না। আর মেজোবাবু! পান্নাবাবু!—

মা। তারা তোর বড় ভাই না?

রতন। শুধু ভাই হিসেবেই তাঁরা বড় নন্ মা, মানুষ হিসেবেও তাঁরা বড়। তাই ত তোমার ভালবাসার বড় ভাগটা তাঁদেরই পাওয়া উচিৎ!

মা। থাম তুই! কোনটা উচিৎ, কোনটা অনুচিৎ তা নাকি তোর কাছে শিখতে হবে। আসল কথা, তুই এখন বাইরে যাবি না। দেখি আর কাউকে পাই কিনা!

(যাইতে উদ্যত হইয়া ফিরিল)

মা। ভাল কথা বৌমা, তোমার বাপ আসচেন আজ।

সীতা। বাবা! আমার বাবা!

মা। হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, এতদিনে সন্ন্যেসীর মেয়ের কথা মনে পড়েচে।

সীতা। ইস্! আমার বাবা বুঝি কখনো আমাকে ভুলে থাকেন?

মা। এবার কিন্তু তোমাকে দেখতে আসচেন না, আসচেন তাঁর নাতিকে দেখতে।

(হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল)

রতন। শুনলে, সবাই আজ একই কথা বলচে!

সীতা। আচ্ছা তুমি গেলেনা কেন! মা হয়তো ভাবলেন···

রতন। বউকে ছেড়ে ছেলে এক পাও নড়তে চায় না!

সীতা। ভাবলেনই তো।

রতন। যাক্, মা ভেবে নিয়েছেন তা তো আর বদলান যাবে না। এখন যখন যাওয়াই হোল না, তখন একটা গান শুনিয়ে দাও—

সীতা। না, না, মা কি মনে করলেন! আমি মার কাছেই যাই—

[ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। রতন একখানি বই লইয়া বসিল। সহসা ঘরখানি কাঁপিয়া উঠিল, দূরে শাঁখের শব্দ হইল, রতন লাফাইয়া উঠিল]

রতন। সীতা! সীতা!

মা। (নেপথ্যে)—ওরে ভূমিকম্প হচ্ছে! বেরিয়ে আয়,—বেরিয়ে আয়, তোরা বেরিয়ে আয়! ওরে রতন, চুনী, ওরে তোরা বেরিয়ে আয়।

(রতন দিশেহারা হইয়া ঘরের মাঝেই ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল)

রতন। মা, তোমরা বেরিয়ে পড়। সীতা! সীতা!

[দেয়াল চাপা পড়িল। দ্রুত যবনিকা পড়িল—যবনিকার অন্তরালে তখনো বাড়ী-ঘর পড়িবার শব্দ, আর্ত্তনাদ]

[যবনিকা আবার যখন উঠিবে, তখন সব স্তব্ধ, শান্ত ! ক্রমে ক্ষীণ কণ্ঠে করুণ আর্ত্তনাদ শুনা যাইবে। ধীরে ধীরে যবনিকা উঠিবে। Spot Lightএ দেখা যাইবে গৃহের ভগ্নস্তুপের উপর বসিয়া মা কাঁদিতেছে। তাহার দেহের স্থানে স্থানে রক্তের দাগ। কয়েক সেকেণ্ড পরে স্পট সরিয়া যাইবে। মঞ্চ একেবারে অন্ধকার হইয়া যাইবে কিন্তু বিলাপ ধ্বনি (মঞ্চের সম্মুখ দিক হইতে যেমন, তেমন পিছন দিক হইতেও) তখনো শোনা যাইবে। স্পট অন্যত্র পড়িবে। ভগ্নস্তুপের একটা জায়গা নড়িয়া উঠিবে। দুইখানি হাত বাহির হইবে ; তারপর রতনের মুখ, সমস্ত শরীরের উর্দ্ধাংশ।]

রতন। মা গো, মা ! (চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল এবং ডাকিতে লাগিল) মা ! মা ! মা !—(আর একটা স্পট মায়ের মুখে পড়িল—মায়ের দৃষ্টি কোমল হইল)

মা। মা ?

রতন। মা !

মা। বেঁচে আছে। মা ব'লে ডাকবার জন্য বেঁচে আছে। কে ? ওরে, কে তুই ? (চারিদিকে চাহিল)

রতন। মা ! (তাহার জিভ আড়ষ্ট প্রায়)

মা। কোথায় ? ওরে, কোথায় তুই, কে তুই ! আমার মাথার মণি ? আমার বুকের মাণিক ? আমার কোল আলো করা রতন ? কে ? কে ? কে ?

রতন। রতন !

মা। রতন ! আমার রতন, সব শেষে পাওয়া আমার রতন ! কোথায় তুই ? কোথায় ? ওরে, কোথায় ? (অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল)

রতন। এই দিকে মা, এই দিকে—আমি যে উঠতে পারচি না।

(মা রতনকে দেখিয়া উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল)

মা। ওই আমার রতন। পাষাণ চাপা রতন ! আমি যাই, আমি যাই !

(টলিতে টলিতে পুত্রের দিকে অগ্রসর হইল)

রতন। মা, তুমি টলচ!

মা। ভয় নেই বাপ, আমি যাচ্ছি।

রতন। মা, তুমি কাঁপচ!

মা। এখুনি তোকে বুকে তুলে নোব আমার রতন, আমার বুক জুড়োনো রতন!

রতন। মা, আমার কি হলো? তোমাকে যে আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনে!

মা। ওরে, এই যে আমি, এই যে তোর মা, ভয় নেই আমার রতন।

(মা রতনের কাছে যাইতেই রতন দুই হাত বাড়াইয়া দিল)

রতন। মা! (বলিয়াই রতন ঢলিয়া পড়িল)

মা। আমি এসেছি রতন। (ঝাঁপাইয়া পড়িয়া রতনকে জড়াইয়া ধরিল) রতন!

(রতনের মাথা তুলিয়া কোলে রাখিল) রতন! (গায়ে বুকে হাত দিয়া দেখিল) রতন! রতন! (দুই হাতের মাঝে পুত্রের মুখ লইয়া অপলক নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর শুষ্ক কণ্ঠে ডাকিল) রতন! (আবার চাহিয়া দেখিল, আবার ডাকিল) রতন! রতন! রতন!

[আর্ত্তনাদ করিয়া রতনের বুকে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। টর্চ্চ লইয়া অশোক, ভোলানাথ, সুস্থির, শম্ভু প্রবেশ করিল]

অশোক। এইখানেই কে যেন কাঁদচে, সুস্থির দা!

সুস্থির। শুধু এইখানে? শুধু একজন? আজ কার কান্না রোধ করবে ভাই? প্রকৃতি চাইছে প্রতিশোধ, প্রতিবিধান কে করবে? মানুষ? অক্ষম, দুর্ব্বল, পঙ্গু মানুষ?

(ভোলানাথ টর্চ্চ ফেলিয়া মাকে দেখিল)

ভোলানাথ। সুস্থির! ওই দিকে কে যেন পড়ে আছে, চেষ্টা করলে হয়তো বাঁচানো যায়!

সুস্থির। বেশ, দেখ চেষ্টা করে।

(সকলে মায়ের কাছে গেল। সুস্থির সেইখানেই বসিয়া পড়িল। মা আবার কাঁদিয়া উঠিল)

মা। রতন! রতন!

শম্ভু। অমন ক'রে কাঁদবেন না। আমাদের দেখতে দিন, কাঁদবেন না।

মা। আমার রতন! আমার রতন! আমার কোল আলো করা রতন!

অশোক। অমন উতলা হবেন না।

(ভোলানাথ সুস্থিরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

ভোলানাথ। মৃত পুত্রকে বুকে জড়িয়ে মা কাঁদচে, আমরা তাকে তুল্‌তে পার্‌ছি না। সে দৃশ্য দেখ্‌তেও পারচি না।

সুস্থির। মায়ের কান্না আজই কি প্রথম শুন্‌লে? আজই কি প্রথম দেখ্‌লে মৃত পুত্রকে ফিরে পাবার জন্য মায়ের আকুলতা?

ভোলানাথ। তুমি চল সুস্থির। গিয়ে ওকে সান্ত্বনা দাও।

সুস্থির। পুত্রবতী মায়েরও যেমন কান্নার বিরাম নেই, তেম্‌নি নেই পুত্রহারা মায়েরও কান্নার বিরাম। ও ত কাঁদবেই, ওকে কাঁদতেই দাও।

ভোলানাথ। কিন্তু কেঁদে কেঁদে ও যে মরে যাবে সুস্থির।

সুস্থির। না, না, না। তুমি জানো না! কান্নায় মায়েরা মরে না, তাতে তাদের জীবনের মেয়াদ বেড়ে যায়, হয়ত…হয়ত, তাতে অমরত্বই লাভ করে।

ভোলানাথ। তুমি কি বলচ সুস্থির!

সুস্থির। দিগ্বিজয়ী শত শত পুত্র, স্বাস্থ্যে, সম্পদে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে প্রজ্ঞায় পৃথিবী পরিব্যাপ্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তি একে একে সবই লোপ পেল ; সঙ্গীত মুখর শ্যামল দেশের শান্তি ভঙ্গ করে দিকে দিকে চিতা-চুল্লী জ্বলে উঠ্‌লো, অনাচারে অবিচারে মেদিনী কেঁপে উঠল, কীর্ত্তিস্তম্ভ ধ্বসে গেল, গাঢ় তমসায় দশ দিক আবৃত হোলো, আর্ত্তকণ্ঠে মা আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল, কিন্তু তবু মা মোল না।

মা। রতন! রতন!

(শম্ভু প্রবেশ করিল)

শম্ভু। সুস্থির দা শিগ্‌গীর এদিকে আসুন! মায়ের এ কান্না, যে অসহ্য!—

সুস্থির। আজ চেয়ে চেয়ে দেখ, মা কেমন করে কাঁদে। আজ অনুভব কর, কী তীব্র মায়ের বেদনা!

ভোলানাথ। সেই জন্যই কি তুমি আমাদের এই শ্মশানে নিয়ে এসেছ ?

সুস্থির। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই জন্যই, তুমি ঠিক বলেচ ভোলানাথ, সেই জন্যই তোমাদের নিয়ে এসেচি এই শ্মশানে। চিতাধূমে আকাশ কালো হয়ে উঠেছিল, তোমরা তা দেখনি ; মর্ম্মপীড়িতা মায়ের দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল তোমরা তা বোঝনি ; তাই প্রলয়ের এই প্রচণ্ড বীভৎসতার মাঝে, কেন্দ্রীভূত এই বেদনা বিক্ষোভের মাঝে তোমাদের আজ হাত ধ'রে টেনে এনেচি।—চেয়ে চেয়ে দেখ আর মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি কর, কী বেদনা সঞ্চিত ছিল মায়ের বুকে!

শম্ভু। আপনার ও-সব কথা পরে শুনবো সুস্থির দা, পরে তা বোঝবার চেষ্টা করব। আপনি আসুন। নইলে ওই অভাগী বাঁচবে না।

সুস্থির। আমি গেলেই কি ও বাঁচবে!

ভোলনাথ। তবুও চল, আমাদের অনুরোধ, চল।

সুস্থির। চল! দেখাই যাক্!

[মায়ের দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা যাইতেই অশোক সরিয়া দাঁড়াইল, সুস্থির মায়ের পাশে বসিল, কোমল কণ্ঠে ডাকিল]

সুস্থির। মা!

(মায়ের দেহ নড়িয়া উঠিল)

মা! ওঠ মা!

(মুখ ফিরাইয়া মা জিজ্ঞাসা করিল)

মা। কে! কে তুমি?

সুস্থির। তোমার সন্তান!

মা। আমার ত আর কেউ নেই, বাবা! আমার মণি, আমার মাণিক, আমার সব শেষে পাওয়া এই রতন, আমার গৃহলক্ষ্মী, সব— সবই যে আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে গেল!

সুস্থির। কেঁদেই কি তাঁদের ফেরাতে পারবে মা?

মা। পারবো না?

সুস্থির। না মা, তাতো ফেরানো যায় না!

মা। তা হলে…তাহলে আমি কি করব? ওগো তোমরা বল, আমি কি করব? কেমন করে ওদের কাছে যাব? আমি মরব, এই ইটে মাথা খুঁড়ে আমি আজ মরব।

সুস্থির। যদি কেউ বেঁচে থাকে মা?

মা। বেঁচে ত ছিল! আমার এই রতন বেঁচে ছিল, মা ব'লে ডেকেছিল, দুই হাত তুলে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল; আমি ছুটে এলুম, বুকেও নিলুম, কিন্তু বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পারলুম না।

সুস্থির। ওই রতনেরই মতো যদি তোমার মণি হাত বাড়িয়ে তোমায় ডাকে, যদি তোমার মাণিক, তোমার গৃহলক্ষ্মী—

মা। ওঃ—গৃহলক্ষ্মী! সন্তান-সম্ভাবিতা আমার মা জানকী, আমার এই রতনের বিয়ে দিয়ে সাধ ক'রে যাকে ঘরে এনেছিলুম, আমার সেই সোনার প্রতিমা সীতাও যে পাতালে চ'লে গেল!

সুস্থির। হয়ত তা যায়নি, হয়ত কেউ বেঁচে আছে। তাদের জন্য, মা, তাদেরই জন্য যে তোমাকেও বেঁচে থাকতে হবে।

মা। তাইত ছিলুম বাবা, তাদের জন্যই ত বেঁচেছিলুম। শ্বশুর যে দিন সজ্ঞানে স্বর্গে চলে গেলেন, সে দিন যাবার আগে আমার হাত ধ'রে বল্লেন, আমার পিতৃপুরুষের ভিটেয় প্রদীপ দেওয়ার দায়িত্ব রইল তোমার। তারপর একদিন স্বামীও চলে গেলেন। তিনিও বল্লেন, বংশের দীপগুলির দিকে চেয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। পাষাণে বুক বেঁধে তাইত ছিলুম বাবা। কিন্তু বিধাতা আজ যে আমাকে সকল দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিলেন। শ্বশুরের ভিটে আর নেই, বংশের প্রদীপ গেল নিভে···আজইত আমার যাবার দিন! পঞ্চাশ বছর পরে ফিরে পাওয়া বাসর রাত···

সুস্থির। কেন ভাবতে পারো না মা, যে, কেউ হয় তো বেঁচেও আছে?

মা। সত্যি?

সুস্থির। মিথ্যে আশ্বাস দোব না মা, কিন্তু সত্যও তো হ'তে পারে।

মা। যদি সত্যি হয়! না, না, না এ আমার কি বিষম ভুল! যা সত্য ছিল, তাই যে মিথ্যে হ'য়ে গেল! রতন বেঁচে ছিল, তা মিথ্যে হোলো; ঘর ছিল, বাড়ী ছিল, আনন্দের হাট মেলানো ছিল, তা সবই যে মিথ্যে হ'য়ে গেল!

সুস্থির। হয়ত হয়নি মা, সব মিথ্যে হয়নি। আমাদের দেখ্‌বার অবসর দাও।

মা। দেখবে তোমরা? খুঁজে দেখবে? দেখ বাবা, দেখ আমার মণি-মাণিক সব কোথায় ঠিক্‌রে প'ল।

সুস্থির। কিন্তু তোমাকে যে এখান থেকে উঠতে হবে, মা।

মা। তাতো আমি পারবো না, বাবা!

সুস্থির। মা, তুমি শোকে কাতর, শীতে আড়ষ্ট। এখানে থাক্‌লে ত তুমি বাঁচবে না।

মা। বাঁচতে কে চায় বাবা? বেঁচে থাকবার প্রয়োজন ত ফুরিয়ে গেছে।

সুস্থির। আবার কেন ভুল কর মা! তোমার স্বামীর বংশধর, শ্বশুরকুলের সৃষ্টিধর—কেউ যদি কোথাও আহত হ'য়ে বেঁচে থাকে—সেবা করে কে তাদের সুস্থ করে তুল্‌বে?

মা। আমি? এখনো আমি!

সুস্থির। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমাকে তাই করতে হবে মা, তোমার স্বামীর অনুরোধ।

মা। তা হ'লে দেখি, চেষ্টা ক'রে দেখি শেষ পর্য্যন্ত স্বামীর আদেশ পালন করতে পারি কিনা।

সুস্থির। জান মা, এই সৃষ্টি বেঁচে আছে কেমন ক'রে?

মা। বেঁচে কি আছে ?

সুস্থির। আছে এবং থাক্‌বে। কেন জান? পাষাণ বুকে নিয়েও মায়েরা বেঁচে থাকতে পারে বলে।

মা। ও সব কিছু বুঝি না বাবা—বুঝি আমার শ্বশুরের আদেশ—স্বামীর আদেশ—

সুস্থির। তা হ'লে ওঠ মা!

মা। কোথায় যাব ?

সুস্থির। তোমাকে নিরাপদ কোথাও রেখে আসি—

মা। না—না—না—আমি যেতে পারব না। আমার সর্ব্বস্ব রইল এখানে পড়ে, আমি যাব না—যেতে পারব না—আমার মণি—আমার মাণিক—রতন—গৃহলক্ষ্মী, সব—

[মা সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়িয়া গেল। সকলে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সুস্থির মাকে তুলিতে চেষ্টা করিল]

শম্ভু। আর কি দেখচেন সুস্থির দা, মায়ের দুর্ব্বিসহ জ্বালার অবসান হোলো।

অশোক। চল দেখি, আর কেউ জীবিত আছে কিনা।

ভোলানাথ। সুস্থির!

সুস্থির। বেঁচে আছে, অশোক। একটু জল দাও; এই সুযোগেই সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

[অশোক জলের পাত্র সুস্থিরের হাতে দিল, সুস্থির তাহা হইতে জল ঢালিয়া মায়ের মুখে দিল]

বেঁচে আছে, বেঁচে আছে অশোক—কান্নায় মায়েরা মরে না, মরলে সৃষ্টি থাকে না!

[আবার জল দিতে লাগিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল, কিন্তু তখুনি আবার উঠিল। মঞ্চ একেবারে অন্ধকার। কেহ কোথাও নাই, এক দিক হইতে কে যেন শিস্ দিল, অপর দিক হইতে তাহার জবাবে দুইবার শিস্ শোনা গেল! একটী কুব্জপৃষ্ঠ লোক ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে অতি কষ্টে বাহির হইয়া আসিল, তাহার দুই হাতের ভিতর একটা পুঁটুলী। অপর ব্যক্তিও কাছে আসিল—দীর্ঘ, দুষমন!]

কুব্জ। কেউ কোথাও নেই ত রে ভাই!

দুষমন। না। সব্ ভেগেছে।

কুব্জ। পিঠ্টা আমার কন্ কন্ করচে।

দুষমন। কুজোর পিঠ আবার কন্ কন্ করবে কিরে, শালা।

কুব্জ। সেঁধিয়ে দেখনা একবার ঐ ইঁট কাঠের ভেতর।

দুষমন। লে, লে, এখন বচন রাখ্। কি এনেচিস তাই আগে দেখা।

কুব্জ। কেউ যদি দেখে ফেলে।

দুষমন। কে আবার এই রাতের বেলা আসবে?

(কুব্জ বসিয়া পুঁটুলী খুলিতে খুলিতে বলিল)

কুব্জ। দেখিস্, হুঁসিয়ার!

দুষমন। কেউ এলে ইঁট মেরে ঘায়েল ক'রে দেবো না?

কুব্জ। ভাববে ভূতে ঢিল মারছে। না? হা—হা—আ—

(হাসিতে লাগিল)

দুষমন। চুপ্, শালা চুপ্!

কুব্জ। না হেসে যদি কাঁদি?

(সুর করিয়া কাঁদিতে লাগিল)

দুষমন। তোকে হাসতেও হবে না, কাঁদতেও হবে না। আগে দেখা

কুব্জ। এই ছাখ না। (পুঁটুলী খুলিয়া)

ছুষমন। আর সব কি হ'লরে ?

কুব্জ। আর আবার কোথায় পাব ?

ছুষমন। মোটে ওই ক'খানা গয়না ?

কুব্জ। সিন্দুক কোথায় চাপা পড়ে আছে দেখতেও পেলুম না। একটা মেয়ের একখানা হাত বেরিয়েছিল। তাই থেকে এই চুড়ি ক'গাছা টেনে খুলে নিলুম। কিন্তু গা আমার এখনও কাঁপচে!

ছুষমন। কেন ?

কুব্জ। যেই হাতে হাত লাগ্‌ল, আর মনে হোলো যেন বরফে হাত দিয়েছি!

ছুষমন। মরে গেছে ?

কুব্জ। হয় তো এতক্ষণ ভূতে পেয়েছে, তুই একটু নজর রাখিস্।

ছুষমন। তা রাখচি। কিন্তু তুই এক হাতের চুড়িগুলো আনলি আর সব ছেড়ে দিয়ে এলি কেন ? টেনে বার করে গা থেকে সব গয়না খুলে আন্‌তে পারলি না ?

কুব্জ। ওরে বাবা! যে ঠাণ্ডা বরফ! আর ইঁট কাঠও কি কম। সারা রাত ধরে সরালেও আর একখানা হাত বার করতে পারতুম না।

ছুষমন। বাকি গুলো কোথায় পেলি ?

কুব্জ। লক্ষ্মীর মতো একটি বউ এক এক করে নিজ হাতে সব খুলে দিলে।

ছুষমন। তা হ'লে মরেনি—সে ?

কুব্জ। একটি আঁচড়ও লাগেনি।

ছুষমন। এই শোন্। দেখতে কেমন ?

কুব্জ। তা দিয়ে তোর কাজ কিরে শালা। চোর আমরা চুরি করব, বদ্‌খেয়ালী হব কেন রে!

ছুষমন। দে, আমায় গয়নার ভাগ দে।

(কুব্জকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া পুঁটুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কুব্জও লাফাইয়া উঠিল)

কুব্জ। আমার ভাগ দিবেনে?

(ছুষমন একখানা ইট তুলিয়া ভয় দেখাইল)

ছুষমন। চেঁচাবি ত খুন করে ফেলব। চল্ আমার সঙ্গে।

কুব্জ। কোথায়?

ছুষমন। যেখানে সেই মেয়েটাকে দেখেছিস্—

কুব্জ। তার গায়ে আর একখানিও গয়না নেই।

ছুষমন। আমি তার গয়না নিতে চাই না। ফিরিয়ে দিতে চাই।

কুব্জ। তুই যদি গয়না না চাস্ তা হ'লে আমাকে দে। আমি এনেচি, আমিই নিয়ে যাই।

ছুষমন। আগে তুই আমাকে দেখিয়ে দে সেই মেয়েটা কোথায়।

কুব্জ। চল্, চল্, এখন পালিয়ে যাই। শেষটায় কে এসে পড়বে।

ছুষমন। তুই নিয়ে চল্, আমাকে সেই মেয়েটার কাছে।

কুব্জ। সেখানে গিয়ে তুই করবি কি ভাই? সে কি তোকে পছন্দ করবে?

ছুষমন। তুই যাবি কিনা বল্।

কুব্জ। তুই আমার গয়না দিবি কিনা, বল্।

ছুষমন। এই নে তোর গয়না। এবার চল্ আমায় দেখিয়ে দিবি।

কুব্জ। আমি পারব না।

দুষমন। তবে রে শালা! (ইঁট ছুড়িল)

[কুব্জ উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল। দুষমন ছুটিয়া গিয়া দু বাহু ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। ভাল করিয়া ঝাঁকুনি দিয়া ছাড়িয়া দিল। সে পড়িয়া গেল। দুষমন কিছুকাল দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিল, তারপর কহিল]

এঃ! শালা দেখছি মরেই গেলো। ভুঁই কাঁপনে মলো না, মলো কিনা ইঁটের ঘায়ে। যাক্। গয়নার পুঁটলিটা ত হাতিয়ে নিই। (গয়নার পুঁটুলী খুঁজিয়া তুলিয়া লইল) মড়ার হাত থেকে খুলে নিয়েছিল, তাই ইঁট ফুঁড়ে ভূত বের হয়ে ওকে সাবাড় করেচে! আমি গয়নাও আনিনি আর কুজো শালাকেও মারিনি। গয়না আমি চাইনা, চাই গয়না যাকে পরাব তাকে। দেখি, খুঁজে দেখি।

(দুষমন চলিয়া গেল। কুব্জ একটু নড়িল তারপর মাথা তুলিয়া দেখিল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল)

কুব্জ। ইস্! শালা কি ইঁটই হাঁকড়েছিল! লাগ্‌লে সত্যিই ম'রে যেতুম। বলে কিনা ভূতে ঘাড় মট্‌কে দিয়েচে। দেখি শালা, তোর ঘাড়ে কতক্ষণ মাথা থাকে। যে গয়না আমি আন্‌লুম, তুই তাই হজম কর্‌বি? আমি শালা কি ভূতের বেগার খাট্‌তে এসেচি!

(একটা উঁচু ঢিবির ওপর উঠিয়া দাঁড়াইল। এদিকে ওদিকে নজর দিয়া দুষমনকে দেখিয়া কহিল)

হাঁ—হাঁ—মেয়ে মানুষ খুঁজতে যাওয়া হচ্চে। খুঁজি খুঁজি নারি—যে পায় তারি—। খোঁজ শালা…কিন্তু সাত জন্ম খুঁজেও পাবিনে।

(ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল। সুস্থির তাহার দলবল লইয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের হাতে সাবল, কোদাল ইত্যাদি। একটা টর্চ্চের আলো মুখে পড়িতে কুঞ্জ থমকিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল)

সুস্থির। কে তুই এখানে ?

কুঞ্জ। বাবু !

সুস্থির। কে তুই, এদিকে আয়।

কুঞ্জ। এই আসচি বাবু। একটা ফন্দী, একটা ফিকির। সত্যি বল্লে কুকুর ঠেঙ্গান ঠেঙ্গাবে, নয় জেলে দেবে। বানিয়ে যা হয় একটা কিছু বলতে হবে। এই যে বাবু আমি এসেছি !

সুস্থির। এখানে তুই কি করচিস্ ?

কুঞ্জ। কি আর করব বাবু, শ্মশান জাগচি। খুঁজে দেখচি মনিবের গুঁড়ো-গাড়া কেউ এখনো বেঁচে আছে নাকি। সাত বছর এই বাড়ীতে চাকরী করছি বাবু, বাচ্চা কাচ্চা গুলো কোলে-পিঠে ব'য়ে বেড়িয়েছি বাবু, আজ সব শেষ হ'য়ে গেল ; আজই হোলো আমার কাজের জবাব !

(কাঁদিতে লাগিল)

সুস্থির। কেউ বেঁচে নেই ?

কুঞ্জ। কাউকেইত পেলুমনা বাবু। আর মাথার কি আমার ঠিক আছে ? সব গুলিয়ে গেছে, বাবু, সবই গুলিয়ে গেছে !

ভোলানাথ। মানুষের বাইরের আকৃতি আমাদের কী প্রতারিত করে সুস্থির। এই কুঞ্জের কদর্য্যতার মাঝে মানবতার কি রূপ বিকশিত হয়ে রয়েচে, দেখ।

সুস্থির। তুমি কেঁদনা। এইখানে বসে থাক। আমরা একবার ভাল ক'রে খুঁজে দেখি।

(উঠিয়া দাঁড়াইল)

কুঞ্জ। খোঁজেন যদি, তা হ'লে ওই দিকটায় যান বাবু—

(দুষমন যেদিকে গিয়াছিল সেইদিক দেখাইয়া দিল)

সুস্থির। কেন, ওদিকে কি আছে?

কুঞ্জ। একটা লোক গেল,—হয়ত চোর, নয়ত বদমাস।

সুস্থির। কি ক'রে জানলে?

কুঞ্জ। সেই সন্ধ্যে থেকে ঘুর ঘুর করচে। আমি ত চাপা পড়েছিলুম, দেখছিলুম টেপা বাতি জ্বেলে কি যেন খুঁজচে; হয়ত সিন্দুক, নয়ত গয়নার বাক্স। আমি একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কি চাও? সে বল্লে—চুপ রও শুয়ার, খুন করেঙ্গে। আমি আর কথা কইলুম না। কোন মতে বার হয়ে এদিকটায় এসে পড়লুম। আমি বেঁচে থাকতে আমার মনিবের একগাছা কুটোও যে যাবে, তা আমি সইতে পারব না, বাবু।

(কাঁদিয়া ফেলিল)

সুস্থির। তুমি কেঁদনা—আমরা দেখচি কে সেই লোক। কি চায় এখানে।

কুঞ্জ। ওই দিকে বাবু, ওই দিকে—ওই দিকটাই ছিল অন্দর।

সুস্থির। আচ্ছা ওই দিকটাই আগে দেখচি। তুমি এইখানেই বসে থাক।

(দলবল লইয়া চলিয়া গেল। কুঞ্জ চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের দেখিল তারপর কহিল)

কুঞ্জ। বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। বড্ড বাঁচা বেঁচে গেলুমরে বাবা! দুষমন শালা তবুও বলে আমার বুদ্ধি নেই। বুদ্ধির প্যাঁচেইত বেঁচে গেলুম। (ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিতে দেখিতে কহিল) খুঁজি খুজি নারি—যে পায় তারি। ঐ দুষমন খুঁজচে সেই

মেয়েটাকে আর ওরা খুঁজছে দুষমনকে। কে কাকে পায়, দেখাই যাক্। শালা ওদের হাত এড়িয়ে গেলেও আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। যে ক'রে হোক গয়নার ভাগ আমি নোবই—

(পেছন দিক হইতে)

ভোলানাথ। সুস্থির ওই সে পালায়!

(কুব্জ বসিয়া পড়িল)

কুব্জ। শালারা আমার কথা বলে নাকি?

সুস্থির। ধর, পিছু নাও, দেখ ও পালায় কেন?

শম্ভু। ওই পেছন দিকে, পেছন দিকে—

কুব্জ। দুষমনের পিছু নিয়েচে। এইবার আমার পালাবার পালা।

(উঠিয়া দাঁড়াইল)

ভোলানাথ। ওকে ধরো, পালাতে দিয়োনা অশোক, ধর—ধর—ধর—

কুব্জ। গেল রে! গেল আমার গয়নার ভাগ। তা যাক্ দুঃখ নেই, ধরা পড়লে দুষমন শালা যে মার খাবে তাতেই আমার সুখ। আমি চোর কিন্তু বদমাস নই—আর ওই দুষমন শালা চোর, বদমাস, খুনে; একেবারে ত্রেস্পর্শ!

(দ্রুত যবনিকা পড়িল)

দ্বিতীয় অঙ্ক

[আসন্ন সন্ধ্যা। ভগ্ন স্তূপ, ছোট-মাঝারি গাছ, ঝোপ। তাহারই মাঝে মাঝে কম্বল, সতরঞ্চ দিয়া বেদেদের অনুকরণে রচিত তাঁবু, স্থানে স্থানে অনল কুণ্ড ঘেরিয়া নরনারী বসিয়া আছে। রুক্ষ কেশ, ছিন্ন মলিন বেশ, নিরাশায় নিষ্প্রভ নয়ন। মাঝে মাঝে বিভিন্ন তাঁবু হইতে করুণ ক্রন্দনের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। অমরনাথ গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল, গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।]

অমরনাথের গান

আঁধারের ডম্বরু তালে জেগে ওঠে মরণের গান
কেঁদে বলে আলোকের শিশু, "হে ভগবান!
গানহারাদের দেহ গান,
প্রাণহীনে দেহ আজি প্রাণ!
দুর্গত জনে কর ধন্য,
নিরন্নে দেহ তুলি অন্ন,
দুঃখ তিমির হরি কনক-কিরণ জ্বালো
দীনতার হোক অবসান!
হে ভগবান!
গানহারাদের দেহ গান,
প্রাণহীনে দেহ আজি প্রাণ।"

(অমরনাথ চলিয়া গেল। সুস্থির বসিয়াছিল, পিছনে আসিয়া ধরিত্রী কহিল)

ধরিত্রী। ওগো, শুনচ।

(সুস্থির ফিরিয়া দাঁড়াইল)

একটিবার দ্যাখো, কোথাও কিছু পাও কিনা। বাছা আমার খেতে চাইছে।

সুস্থির। কোথায় কি পাব ধরিত্রী!

ধরিত্রী। এক টুক্‌রো রুটি, এক মুঠো মুড়ি, যা হয় কিছু। না পাও দুটো চানা! তুমি দেখ চেষ্টা করে।

সুস্থির। আজ আর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না।

ধরিত্রী। ওই ওদের তাঁবুতে গিয়ে চেয়ে আন।

সুস্থির। কিছু নেই ধরিত্রী, ওদেরও কিছু নেই। আমি জানি।

ধরিত্রী। তা হ'লে একটিবার বাজারে যাও, লক্ষ্মীটি, এই আমার বালা খুলে দিচ্ছি।

সুস্থির। বাজারও যে নেই ধরিত্রী! তোমার সমস্ত অলঙ্কারের বিনিময়েও আজ তুমি এক কণা খাবার পাবে না।

ধরিত্রী। তা হলে কি হবে?

সুস্থির। যা হবে, তা ত বুঝতেই পারচ। এইখানে আমার পাশে ব'সে থাক। খোকা ক্ষিধেয় খানিকটা কাঁদবে, তারপর চুপ করবে, আর চেঁচাবে না, মুখ ফুটে আর কখনো খাবার চাইবে না!

ধরিত্রী। ওগো, বোলো না; অমন নিষ্ঠুরের মত কথা তুমি বোলো না।

সুস্থির। জীবনে কখনো তোমাকে কড়া কথা বলিনি—আজ বলতে হোল। উপায় নেই বলে।

ধরিত্রী। তুমি একটা বুদ্ধি স্থির করে এক কণা খাবার যোগাড় করতে পার না? এত বড় উকিল তুমি, এত লোকের অন্ন যোগাও!

সুস্থির। এতদিন ত ভাবতুম অন্ন আমিই যোগাই। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি নিজের আহত সন্তানকেও এক কণা খাবার দিয়ে বাঁচাবার শক্তি নেই আমার। অন্ন যিনি যোগাতেন, ধরিত্রী, তিনিই বিমুখ হয়েছেন। আজ কোথায় পাব অন্ন!

ধরিত্রী। আমি বুঝিচি। কারু কাছে হাত পেতে চাইতে হবে ভেবেই তোমার লজ্জা হচ্ছে। তাই তুমি যেতে চাইছ না। কিন্তু আমার আর লজ্জা নেই। বাছা আমার না খেয়ে মরবে, আর আমি ভিক্ষে করতে সঙ্কোচ করবো? তুমি থাক তোমার দর্প নিয়ে এইখানে। আমি চল্লুম ভিক্ষে করে খাবার আন্‌তে।

সুস্থির। ধরিত্রী, স্থির হও। আজ কোথাও এক কণা খাবার পাবে না।

ধরিত্রী। হাঁগা, সত্যি বলচ?—কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না?

সুস্থির। না।

ধরিত্রী। ওগো, একটু ভেবে দেখ। ভেবে দেখে বল কারু কাছে কিছু আছে কি না।

সুস্থির। যদি থাকে, তাই বা তারা কেন দেবে?

ধরিত্রী। দেবে না! রোগা ছেলে না খেয়ে মরে যাবে, তবুও দেবে না? এম্নি পশু সব!

সুস্থির। তোমার কাছে যদি থাকত, দিতে তুমি?

ধরিত্রী। দিতুম, দুহাতে বিলিয়ে দিতুম! কেন, দিইনি? দেখনি?

সুস্থির। সুদিনে দিয়েছ সত্য, কিন্তু আজ? আজ কি দিতে পারতে?

ধরিত্রী। পারতুম। আমার খোকার জন্য এতটুকু রেখে আর সবই দিয়ে দিতুম।

সুস্থির। ওদেরও ত সব খোকা আছে। যদি কারু কিছু থাকে, তা খোকাদের জন্যই রেখেচে, কেমন করে দেবে ?

ধরিত্রী। তাইত ! কেমন করেই বা দেবে ? নিজেদের ছেলেমেয়ের মুখ থেকে কেড়ে কেমন করে দেবে !

সুস্থির। বোস এইখানে। বেশীদিন দুঃখ ভোগ করতে হবে না আমাদের।

(হাত ধরিয়া বসাইল নিজেও পাশে বসিল)

ধরিত্রী। কেউ আমাদের সাহায্য করবে না ?

সুস্থির। কে সাহায্য করবে ?

ধরিত্রী। আমরা যে কত করিচি ! দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, সাইক্লোনে বারবার আমরা খাদ্য দিয়ে অর্থ দিয়ে বস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেচি। আমাদের বাঁচাতে দেশ বিদেশের কেউ আস্‌বে না ?

সুস্থির। হয়ত আসবে।

ধরিত্রী। কবে ! আমরা মরে গেলে !

সুস্থির। আজও হয়তো খবর পৌছেনি। ডাক নেই, রেল নেই, যাওয়া আসার পথ দুর্গম। সাহায্য পাঠাবে কেমন করে ? দু'চার দিন পরে হয়ত প্রাণ ধারণ করবার সবই আমরা পাবো।

ধরিত্রী। এই দু'চার দিন আমার বাছাকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখব ? হাঁ গা, মানুষের রক্ত দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না ? শুনিচি খুব অসুখের সময় ডাক্তারেরা তাই করে। আমার খোকাকে যদি একটু একটু করে আমার গায়ের রক্ত খাইয়ে রাখি, তা হ'লে দু'চার দিন তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না ?

সুস্থির। ধরিত্রী ! ধরিত্রী ! স্থির হও।

ধরিত্রী। স্থির হব—কি ক'রে স্থির হব—বাছা আমার···ওগো, ওই দেখ, দেখ, দেখ।

(মঞ্চের অপর পার্শ্বে কুব্জকে দেখাইয়া দিল)

সুস্থির। কি! কি ধরিত্রী?

ধরিত্রী। ওই দেখ, একটা লোক এল। তার হাতে একখানা বড় রুটি।

সুস্থির। তুমি কি পাগল হয়ে গেলে ধরিত্রী।

(কুব্জ মঞ্চের অপর দিকে আসিয়া থামিল, হাতের রুটিতে কামড় দিল)

ধরিত্রী। অত বড় একখানা রুটি ওর না হ'লেও চলবে—আমি একটু খানি চেয়ে আনি, এক টুকরো—

(ধরিত্রী বেগে ছুটিয়া গেল)

সুস্থির। ধরিত্রী! ধরিত্রী!

(ধরিত্রী ফিরিয়াও চাহিল না, অশোক ও ভোলানাথ ছুটিয়া আসিল)

অশোক। কি হয়েচে?

ভোলানাথ। কি হ'য়েছে সুস্থির?

সুস্থির। ওই দেখ!

অশোক। বৌ-দি না? কোথায় যান তিনি?

সুস্থির। চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখ—

(মঞ্চের অপর দিকে কুব্জ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রুটি চিবাইতেছিল, ধরিত্রী তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।)

ধরিত্রী। ওগো বাছা, শুনচ!

কুব্জ। দাঁড়াও মা। তিন দিন কিছু খাইনি একটু সবুর কর!

(প্রকাণ্ড এক টুক্‌রা রুটি কামড়াইয়া লইল)

ধরিত্রী। তোমার কাছে আর রুটি আছে বাবা?

কুব্জ। আর কোথায় পাব মা লক্ষ্মী? তিন দিন তিন রাত পরে হাত সাফাইয়ের কায়দায় এক গোরার বাবুর্চিখানা থেকে এই একখানাই সরাতে পেরেছি।

ধরিত্রী। আমায় যদি একখানা, না, না, এক টুক্রোও দিতে পারতে; বড্ড উপকার হোতো!

কুব্জ। বলে, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

(আর এক টুকরো কামড়াইয়া লইল)

ধরিত্রী। একটি ছেলে না খেয়ে মরচে বাবা!

কুব্জ। মোটে একটি! আমার কাছে শোন মা লক্ষ্মী, এই তিন দিনে কমসে-কম তিরিশটা তাজা তক্-তকে ছেলে আমার চোখের সামনে না খেয়ে শুকিয়ে মরেচে; ঘুরে ঘুরে আমি সব দেখিচি!

ধরিত্রী। উঃ। (দুই হাতে মুখ ঢাকিল)

কুব্জ। কেঁদে আর কি করবে, মা লক্ষ্মী! পৃথিবী কি থাকবে ভেবেছ? ওসব থাকবে না।

ধরিত্রী। আমারও ছেলে না খেয়ে মরচে, বাবা!

কুব্জ। ও! তোমারও ছেলে না খেয়ে মরচে?

ধরিত্রী। হাঁ—বাবা, হাঁ।

কুব্জ। তা হ'লে তোমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এসব খাওয়া যায় না। সরে পড়তে হোলো!

(কুব্জ ফিরিয়া অন্যদিকে যাইতে উদ্যত হইল)

ধরিত্রী। বাবা, আমায় এক টুক্রো রুটি দাও, আমি তোমাকে আমার সব গয়না খুলে দিচ্ছি।

(কুব্জ ফিরিয়া আসিল)

কুঞ্জ। গয়না দেবে ?

ধরিত্রী। হ্যাঁ বাবা, সব ক'খানা দোব।

কুঞ্জ। এক টুক্‌রো রুটির বদলে ?

ধরিত্রী। হ্যাঁ, বাবা !

কুঞ্জ। ও ! বুঝিচি, বুঝিচি ! গয়নায় আর দাম নেই। ভুঁই-কাঁপনে সব সোণা-রূপো খোলাম কুচি হয়ে গেছে। তাই গা থেকে ফেলে দিতে চাও। না ? কিন্তু কুঞ্জো অত বোকা নয়, গয়নার বদলে রুটি সে দেবে না—দেবে না।

(মুখ ফিরাইয়া চলিতে লাগিল, ধরিত্রী বসিয়া পড়িল)

ধরিত্রী। ভগবান ! আমার খোকাকে বাঁচাব কেমন করে ?

(কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইল, একবার ধরিত্রীকে দেখিল, একবার হাতের রুটির দিকে চাহিল)

কুঞ্জ। মুখের এঁটো ! হোক্‌গে ! ও যখন চাইচে। (এক টুক্‌রো হাত দিয়া ছিঁড়িয়া লইয়া আধখানা রুটি লইয়া ধরিত্রীর কাছে আসিল) মা, এ দিকটা এঁটো হয়নি, তুমি নাও। তোমার ছেলেকে খেতে দাও গে।

ধরিত্রী। দাও বাবা দাও ! দাও ! (আঁচল পাতিল, কুঞ্জ রুটি খানা তাহাতে ফেলিয়া দিয়া পিছন ফিরিল। ধরিত্রী তাহা বুকে চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।) এই-টুকু দিয়ে এক দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারবো (ফিরিয়া কুঞ্জকে ডাকিল) বাছা, শোন !

(কুঞ্জ ফিরিয়া দাঁড়াইল)

কুঞ্জ। আর নেই মা, আর চাইলে পাবে না।

ধরিত্রী। আর চাইনে। তুমি শোন।

(কুব্জ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ধরিত্রী গলার হার খুলিতে খুলিতে কহিল)

এই হার ছড়া তুমি নিয়ে যাও।

কুব্জ। থাক্ মা থাক্, গলা থেকে তুমি ও হার খুলো না, আমার ওতে কাজ নেই। (যাইতে উদ্যত)

ধরিত্রী। আমি তোমায় দিচ্ছি বাবা।

(কুব্জ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিল। হার লইয়া দেখিল, ফিরাইয়া দিল, তারপর কহিল)

কুব্জ। মা, আমি চোর কিন্তু ভিখিরী নই। হাত পেতে নিতে আমার আমার মাথা হেঁট হয়, আমার ইজ্জতে বাধে!

(কুব্জ আর বিলম্ব না করিয়া চলিয়া গেল। ধরিত্রী আচ্ছন্নের মতো চলিতে লাগিল)

অশোক। সুস্থির দা!

সুস্থির। দেখ্‌লে? কিছু বুঝলে, অশোক? প্রকাণ্ড বাড়ী, প্রকাণ্ড গাড়ী আমার, মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আর আমারই চোখের সামনে আমারই স্ত্রী প্রকাণ্ড ধনীর কন্যা এক ভিক্ষুকের কাছ থেকে ভিক্ষে মেগে নিল!

ভোলানাথ। জানিনা কিসের এ অভিশাপ!

সুস্থির। অভিশাপ নয়। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের মতোই ভিক্ষুকের দেওয়া ওই রুটির টুক্‌রো আমার খোকাকে আজ বাঁচিয়ে রাখবে।

অশোক। ওই যে বউ-দি আসছেন।

সুস্থির। তোমরা এখানে তা হ'লে আর থেক না! এতক্ষণ সন্তানের মৃত্যুর আশঙ্কায় ওর সব কুণ্ঠা, সব লজ্জা, লোপ পেয়েছিল।

কিন্তু এখন তোমাদের সামনে এসে ও দাঁড়াতে পারবে না, সঙ্কোচ হারাবার লজ্জায় হয়ত এইখানেই লুটিয়ে পড়বে।

ভোলানাথ। চল ভাই অশোক! সুস্থির ঠিক কথাই বলেছে।

অশোক। চলতে এখনই ওঁর চরণ যেন জড়িয়ে যাচ্ছে।

(অশোক ও ভোলানাথ চলিয়া গেল। কুজ আবার মঞ্চের পূর্ব্ববর্ত্তী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল)

ধরিত্রী। ওগো! পেয়েচি! রুটি পেয়েচি। এক ভিখিরির বেশে ভগবান এসেছিলেন।

সুস্থির। ধরিত্রী, ভগবান ভিখিরীর বেশে আসেন না, ভিখিরীর মাঝেও তিনি থাকেন। সম্পদে আমরা তা ভুলে যাই বলেহ বিপদের বাজ হেনে মাঝে মাঝে আমাদের তিনি সচেতন করে দেন।

ধরিত্রী। ওগো, আর একটা ভারি আশ্চর্য্য ঘটনা?

সুস্থির। কি ধরিত্রী, কি?

(ধরিত্রী সহজে কুণ্ঠা জয় করিতে পারিল না)

কুণ্ঠা কিসের? বল, কি আশ্চর্য্য ঘটনা।

ধরিত্রী। রুটিখানা বুকে চেপে নিয়ে আসতে আসতে ভাবছিলুম, বাছাকে শুক্‌নো রুটি কেমন করে খাওয়াব, হঠাৎ......

সুস্থির। বল, হঠাৎ......

ধরিত্রী। হঠাৎ আমার বুকে এল দুধ।

সুস্থির। দুধ! দুধ নয়, দুধ নয় ধরিত্রী। মাতার আকুলতায় মাতৃবক্ষ ক্ষরিত স্নেহ-পীযুষ বিগলিত ধারায় বেরিয়ে এসেচে। ছেলেকে পান করাও, সে অমর হয়ে থাক্‌বে।

ধরিত্রী। চল, ওকে খাওয়াব, তুমি পাশে বসে দেখবে চল।

(স্বামীকে এক রকম টানিয়া লইয়াই ধরিত্রী মঞ্চের পুরোভাগে স্থাপিত তাঁবুর মাঝে চলিয়া গেল। গান গাহিতে গাহিতে অমরনাথ প্রবেশ করিল)

অমরনাথের গান

পিছল পথের পথিক
ওরে সব হারানোর দল!
ও তোর চোখের জলে
জীবন তরুর ধরবে না আর ফল
ওরে ধরবে না ফল
পিছল পথের পথিক
ওরে সব হারানোর দল!
ওরে সব হারানোর দল
ও তুই, আকুল চোখে আকাশ পানে—
মিছেই ডাকিস্ ভগবানে!
ও তার মেঘের বুকে বজ্র আছে
নেইরে সেথায় জল!
ওরে জীবন-শিশু লুটিয়ে কাঁদে
মরণ-সাগর তীরে—
কালের রাখাল বিদায় বাঁশী
বাজায় আঁখি-নীরে!

ওরে ধূলার ছেলে ভুলছে ধূলি,
দলছে প্রেমের কুসুমগুলি,
ওরা সুখের বাসা বেঁধেই জ্বালে
দুরন্ত অনল
ও সব হারানোর দল !

অনেকে। খেতে দাও, আমাদের খেতে দাও !

রাজেশ্বর। ভাল বিপদে পড়লুম রে, বাবা।

অনেকে। আমাদের খেতে দাও, খেতে দাও রাজাবাবু।

রাজেশ্বর। তোদের বড্ড বাড় বেড়েছে।

(অনেকগুলো লোক পিছু লইয়াছে, রাজাবাবু মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতেছেন আবার আগাইয়া আসিতেছেন)

একজন। আমরা কি না খেয়ে মরব ?

রাজেশ্বর। ভ্যালা বিপদে পড়লুম রে বাবা। তোরা মরতে চাস মর, আমি তার কি করব! এই যে হাজার হাজার লোক ম'ল, তারা কি আমার বুদ্ধি চেয়েছিল ?

অনেকে। আমরা বাঁচতে চাই, আমরা বাঁচতে চাই।

রাজেশ্বর। আহা হা! কি কথাই শোনালে। বাঁচতে চাই! আর আমরা বুঝি চাই মরতে ?

(রাজাবাবু আবার অগ্রসর হইলেন)

অনেকে। আমাদের খেতে দাও, খেতে দাও রাজাবাবু।

রাজেশ্বর। এরা আমায় পাগল করবে, ক্ষেপিয়ে দেবে। আরে ও সুস্থির-বাবু, সুস্থিরবাবু বাড়ী আছেন। দূর ছাই, বাড়ী আবার

কোথায়! ছাউনি! ছাউনিতে আছেন সুস্থিরবাবু? আরে ও মশাই সুস্থিরবাবু!

(সুস্থির বাহির হইয়া আসিল)

সুস্থির। রাজেশ্বরবাবু যে! নমস্কার!

রাজেশ্বর। তখুনি আমি বলেছিলুম যে ওদের জন্য স্বতন্ত্র জায়গায় ছাউনি ফেলুন। আপনি শুনলেন না, এক জায়গায় এনে ওদের গাদা করলেন। এখন ওদের তাড়ায় আমি গেলুম!

সুস্থির। কেন? ওরা কি করেচে?

রাজেশ্বর। দিনরাত বলে খেতে দাও, খেতে দাও, খেতে দাও!

সুস্থির। কি করবে রাজেশ্বরবাবু, ওরা যে সত্যিই খেতে পাচ্ছে না।

রাজেশ্বর। আমি তার কি করব? আমি কি ওদের জন্য গলায় দড়ি দিয়ে মরব এখন?

সুস্থির। গলায় দড়ি দিয়েই আমাদের মরা উচিত!

রাজেশ্বর। রাখুন মশাই আপনার কাঁদুনি। আমি আপনাকে আজ স্পষ্ট বলচি, কাল ওদের যদি বিদেয় করে না দেন, তা হ'লে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব।

সুস্থির। পুলিশ!

রাজেশ্বর। হ্যাঁ হ্যাঁ পুলিশ—আমার পার্সন্যাল সেফটির জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে তাই করতে হবে।

সুস্থির। পুলিশ এলেই যে ওদের তাড়িয়ে দেবে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে রাজেশ্বরবাবু! কিন্তু সে কথা থাক্! ওদের অধিকাংশই আপনার আশ্রিত! বিপদে পড়লে ওরা ত আপনার কাছেই আসবে।

রাজেশ্বর। তাই ব'লে ওরা যা বলবে—তাই আমাকে করতে হবে!

ওরা বলচে আমার কাটিয়া কাছারীতে নাকি অনেক গম আর ধান জমা আছে। সেগুলো ওদের চাইই।

সুস্থির। ওদের ওই প্রার্থনা কি খুবই অন্যায় রাজেশ্বরবাবু? খেতে পাচ্ছে না ওরা।

রাজেশ্বর। বারবার ওই এককথা বলবেন না—সুস্থিরবাবু। খেতে পাচ্ছে না! আধ-পেটা খেয়েই যাদের এত তেজ, পেট ভরে খেতে পেলে তারা ত আমাদের ফুঁয়েই উড়িয়ে দেবে।

(অশোক ভিড় ঠেলিয়া সামনে আসিয়া কহিল)

অশোক। এইরকম মতিগতি যদি আপনার থাকে, তা হ'লে ওই অত বড় ভুঁড়ি সমেত দেহটা সত্যই ফুঁয়ে বেমালুম উড়ে যাবে।

রাজেশ্বর। আপনি কে মশাই মুরব্বীয়ানা করতে এলেন?

অশোক। আমি এদেরই একজন। আর কোন পরিচয় আমার নেই।

রাজেশ্বর। স্বদেশীওলা বুঝি! সুবিধেই হোলো—পুলিশকে বলতে পারব, ধরিয়ে দোব। জেলে পুরব।

অশোক। যে পুলিশ ডাকবেন বলে বারবার আপনি ভয় দেখাচ্ছেন, সেই পুলিশের মারফৎ আপনার কাটিয়া কাছারীর ধান আর গম একদিন এইখানে আমদানি হবে। তখন আপনি কার শ্রীচরণ ভজনা করবেন রাজেশ্বরবাবু?

সুস্থির। আঃ অশোক! কী ছেলেমানুষী করচ। রাজেশ্বরবাবু! আপনি আপনার ছাউনীতে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি ওদের বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করচি।

(রাজেশ্বরবাবু চলিয়া গেলেন। জনতা আগাইয়া সুস্থিরের কাছে আসিল)

একজন। আমরা কি করব বাবু!

সুস্থির। তোমরা একটু স্থির হয়ে থাক ভাই। আমার খুবই বিশ্বাস কাল-পরশু বাইরের সাহায্য আমরা কিছু পাবই। আজকের মতো তোমরা বিশ্রাম করগে।

একজন। আপনার কথা কখনো অমান্য করিনি।

সুস্থির। যাও তোমরা বিশ্রাম করগে। (জনতার প্রস্থান) অশোক আমার সঙ্গে এস।

[রাজেশ্বর বাবুর পিছু পিছু যাহারা আসিয়াছিল তাহারা ফিরিয়া গিয়া আবার আগুন ঘিরিয়া বসিল; যাহারা গোল শুনিয়া তাঁবুর বাহিরে আসিয়াছিল, তাহারা তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করিল। সুস্থির অশোককে লইয়া নিজ তাঁবুতে প্রবেশ করিল]

[অমরনাথ আবার গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। সুস্থির প্রভৃতি বাহির হইয়া তাহার গান শুনিতে লাগিল। গান শেষ হইলে সুস্থির অমরনাথের হাত ধরিল]

অমরনাথের গান

ওরে অবুঝ ওরে পাগল বল!
সাগর জলে মিটবে কি তোর
তৃষারি অনল?
ও তুই ভ্রান্ত হয়ে আশার পিছে,
শিষ্ট ছেলে ঘুরিস মিছে,
ও তোর পোষমানা প্রাণ তুষ্ট, পেলে
মিষ্টি কথার ছল

প্রাণ-দেবতায় চিনলি না তুই,
লুটিয়ে দিলি প্রাণ !
অবহেলার মাল্য যে তোর
ও তোর মুকুট অপমান !
হায় ভুখারী চলিস সোজা,
মাথায় করে দুখের বোঝা,
তোরা শূন্য শাখায় থাকিস চেয়ে
(ভেবে) ফল্‌বে এবার ফল।

সুস্থির। কে আপনি !

অমর। জানি না তো !

সুস্থির। দেখি চোখে কি হয়েছে।

অমর। কি করে দেখবে ? এ যে সৃষ্টির আঁধার নেবে এসেছে।

সুস্থির। বসুন, এইখানে বসুন।

অমর। বসবার উপায় নেই ভাই, বসবার উপায় নেই।

সুস্থির। কেন ?

অমর। খুঁজতে হবে যে !

সুস্থির। কাকে খুঁজবেন ?

অশোক। কে হারিয়েছে আপনার ?

অমর। তাইতো আমার কে হারিয়েছে ! আমি কি হারিয়েছি, কখন হারিয়েছি, কেমন করে হারিয়েছি ! দূর ! মিছে মিছে, সব মিছে। আমি কাউকে হারাইনি, কাউকে না, কাউকে না।

সুস্থির। হয়তো মাথায় আঘাত পেয়ে আজ এই অবস্থা।

অশোক। দৃষ্টিশক্তি হয়তো আর ফিরে পাবে না।

অমর। শুনচ, শুনচ, আমি কাউকে হারাইনি! সবাই আছে। যারা ছিল, তারা সবাই আছে,—আছে—আছে—আমার এই বুকে আছে। আমার বুকের পাঁজর না ভেঙ্গে কেউ তাদের ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

(প্রস্থানোদ্যত)

সুস্থির। শুনুন!

অমর। না আর কিছু আমি শুনবো না!

সুস্থির। আপনার পরিচয়?

অমর। পরিচয়!

সুস্থির। হ্যাঁ, আপনার পরিচয়।

অমর। পরিচয়! হাঃ হাঃ হাঃ! আমার পরিচয়, আমার পরিচয় পাবে এই ভগ্নস্তূপে, ওই আর্ত্তনাদে, মৃত্যুর ওই মহোৎসবে।

(কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল)

সুস্থির। উঃ— (মুখ ঢাকিল, অশোক তাহাকে ধরিয়া ছাউনিতে লইয়া গেল)

[মঞ্চের যে দিকে কুঞ্জ প্রথমে ছিল সেই দিকে তরুণী কণ্ঠের খিল্ খিল্ হাসি শোনা গেল। শম্ভু বাঁ হাতে লতিকাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া আসিতেছিল। ডান হাত দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল]

শম্ভু। চুপ্ চুপ্ লতিকা, অমন করে হেসোনা।

(লতিকা মুখ সরাইয়া লইয়া কৃত্রিম রোষ প্রকাশ করিল)

লতিকা। এখানেও যদি হাসতে না পারব, এখানেও যদি কড়া শাসন মেনে চলব, তাহলে কেন এখানে এলুম? কেন তুমি আমাকে নিয়ে এলে?

শম্ভু। নিয়ে এলুম লুকিয়ে দুটো কথা কয়ে সারাদিনের শ্রম দূর করতে, টুক্ করে এই অধর-সুধা পান করে দুর্জ্জয় ক্ষুধা জয় করতে।

লতিকা। তাতে পেট ভরে না।

শম্ভু। বেশ! দেখ একবার পরখ করে। পরে তিন দিন আমায় উপোসী রেখ!

লতিকা। যাও, বড্ড বেহায়া তুমি।

শম্ভু। আর তুমি!

লতিকা। বারে! আমার কি অপরাধ?

শম্ভু। এই নিশীথ সাক্ষাৎ, গোপন মিলন!

(লতিকা আবার খিল্ খিল্ করিয়া উঠিল)

এই রে, তুমি দেখচি সব মাটি করে দেবে।

লতিকা। তোমার যখন এত ভয়, তখন আমাকে পৌঁছে দিয়ে এস।

শম্ভু। ভয় আমার জন্য নয়, তোমারই জন্যে।

লতিকা। আমার জন্যে!

শম্ভু। অভিসারে এসেছ যে!

লতিকা। সত্যি, মা যদি জেগে ওঠেন।

শম্ভু। দেখবেন তাঁর পুত্রবধু গৃহ ত্যাগ করেছেন।

লতিকা। না, না, সে বড় খারাপ হবে। সবাইকে আমার কথা জিজ্ঞেস করবেন।

শম্ভু। তাঁর ছেলেকেও খুঁজবেন বোধ হয়!

লতিকা। ছেলে যে দিনরাত হৈ হৈ করে ফির্‌চে তা কি তিনি জানেন না?

শম্ভু। বেশ, তা হলে চল—তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

লতিকা। আমি আর পারি না। (বসিয়া পড়িল)

শম্ভু। ওকি! বসে পড়লে যে!

লতিকা। আচ্ছা, এ রকম করে আর কতদিন চল্‌বে?

(শম্ভুও পাশে বসিল)

শম্ভু। বড্ড কষ্ট হচ্চে, লতিকা?

লতিকা। ওগো, আমি সব কষ্ট, সব দুঃখ হেসে উড়িয়ে দিতে পারি—যদি তোমাকে কাছে পাই।

শম্ভু। কি করব লতিকা। অবসর নেই, সুযোগও নেই। তাইত বাধ্য হ'য়ে দূরে দূরে থাকতে হয়। তবুও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আজও আমরা বেঁচে আছি। যদি ভূমিকম্পে তোমাকে হারাতুম অথবা আমিই মারা যেতুম; তা হলে—

লতিকা। না—না ও কথা বলো না, মরবার কথা আর তুমি তুলো না, তা আমি শুনতে চাইনা, শুনতে পারি না।

(শম্ভুর কাঁধে মাথা রাখিল)

শম্ভু। কল্প-লোকের সৃষ্টি করে বাস্তবের এই বীভৎসতা একটু কালের জন্যও যদি ভুলে থাকতে পারি—তা হ'লে যেন বেঁচে যাই লতিকা। সেই জন্যইত নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে দেখা করবার এত আগ্রহ।

লতিকা। কিন্তু এখানেই কি শান্তি আছে? ওদের ওই আর্ত্তনাদ, ওই কলরব কিছুতেই ভুলতে দেবে না যে সবাই আমরা মরণ-পথের যাত্রী। হ্যাগা, আজও যদি সাহায্য না আসে? আজই ত তোমরা একবেলা এক মুঠো করে সবাইকে খেতে দিয়েচ। কাল?

শম্ভু। কাল কি হবে তা জানি না।

লতিকা। তবে?

শম্ভু। লতিকা, মৃত্যুর কথা তুমিই তুলচ। ওকথা এখন থাক্।

লতিকা। ঈশ্বরের যদি এই ইচ্ছাই ছিল, তা হ'লে এতগুলো লোককে কেন এমন অসহায় করে বাঁচিয়ে রাখলেন? সেই দিনই সব

শেষ ক'রে দিলেন না কেন? নিজের সৃষ্টি একেবারে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌তে বুঝি তাঁর মায়া হলো।

[মঞ্চের মাঝখানে আবার একটী কোলাহল উঠল, একটী বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া উঠিল]

বৃদ্ধ। ওকে ধর, ওকে ধর, ধর তোমরা—

[আগুনের পাশে যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের কয়েকজন উঠিয়া— একটী যুবককে ধরিয়া ফেলিল]

নবীন। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, তোমাদের কোন ক্ষতি আমি করিনি, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।

(শম্ভু ও লতিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। সুস্থির ও অশোক বাহির হইল)

ভোলানাথ। কি হয়েচে, আমাদের বল। এমন ক'রে ছুটে যাচ্ছ কেন?

বৃদ্ধ। ও ক্ষেপে গেছে। ওকে ধরে রাখ, ছেড়ো না!

ভোলানাথ। কি হয়েচে, আপনিই বলুন না।

বৃদ্ধ। ও বল্‌চে, ও খুন করবে।

ভোলানাথ। খুন করবে। কাকে? কেন?

নবীন। কৈফিয়ৎ আমি দোব না, কাউকে দোব না, ঈশ্বরকেও দোব না—আমার যা খুসী তাই করব, আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলচি।

(নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য জোর করিতে লাগিল)

একজন। দাও এক ঘা বসিয়ে—ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এখন।

নবীন। এস না, কে ঠাণ্ডা করতে চাও? দেখি কত বড় শক্তিমান তুমি!

সুস্থির। দাও, ওকে ছেড়ে দাও।

[নবীনকে যাহারা ধরিয়াছিল তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিল। বৃদ্ধ ছুটিয়া আসিয়া সুস্থিরকে জড়াইয়া ধরিল]

বৃদ্ধ। আপনি ওর সামনে থেকে সরে যান, আপনার ওপরই ওর রাগ।

(বৃদ্ধকে ধীরে সরাইয়া দিয়া সুস্থির নবীনের সামনে গিয়া দাঁড়াইল)

সুস্থির। আমাকে খুন করতে চাও! কেন? আমিত তোমার কোন ক্ষতি করিনি, এর আগে কখনো তোমাকে দেখিচি বলেও ত মনে হয় না। বল, কি আমার অপরাধ!

নবীন। অপরাধ তোমার ওই অসীম ধৈর্য্যের, তোমার ওই প্রশান্ত মূর্ত্তির, তোমার ওই অটল সহিষ্ণুতার। ওরই প্রভাব দিয়ে তুমি এতগুলো লোককে এমন মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেচ যে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও আত্মরক্ষার এতটুকু চেষ্টাও তারা আজ করচে না। তোমার অচঞ্চল স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টি সকলের অন্তরের দাহ প্রশমন করে, তোমার আবেগ-বিহীন ভাষা হিমানী-প্রবাহের মত সকলের মর্ম্মে প্রবেশ করে সব উত্তেজনা দূর করে দেয়, রক্ত মাংসে গড়া মানুষ তোমার প্রভাবে পাথরের মতো স্পন্দন হীন হ'য়ে পড়ে থাকে—প্রতিকারের পন্থানুসন্ধান করে না, প্রতিবিধানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হয় না, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ হয়ে সকল আঘাত নীরবে সহ্য করে। অপরাধ তোমার নয়?

সুস্থির। ভুল বুঝে কেন ক্ষুব্ধ হও, ভাই।

নবীন। কি প্রয়োজন ছিল তোমার তাদের নিবৃত্ত করবার, যারা লুট কর্ত্তে চেয়েছিল কাটিয়ার কাছারি? একদিনে তারা পারত

ধান এনে গম এনে আমাদের সকলের খাদ্যাভাব ঘোচাতে, বেঁচে থাকবার সম্বল যুগিয়ে সকলকে শক্তিমান করে তুলতে।

সুস্থির। তা ওরা করতে পারত না। করতে চাইলে, হৃদয়ের রক্ত ঢেলে ওদেরকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হোতো। কাটিয়ার কাছারীর এক কণা শস্যেও আমাদের কারু কোন অধিকার নেই। তা গ্রহণ করা হবে পরস্বাপহরণ, সুতরাং পাপ।

নবীন। পাপ পুণ্যের, ধর্ম্ম-অধর্ম্মের বিচার নিশ্চিন্তে বসে তুমি করতে পার—যেহেতু তোমার অন্নের অভাব নেই। জান, আমার মা, রুগ্না মা, আজ পথ্যের অভাবে মরতে বসেচেন, আর সন্তান আমি তার মুখে দুধটুকুত নয়ই, কোন রকমের একটু খাদ্যও দিতে পারচি না। আজ কি পাপ পুণ্যের বিচারই হবে আমার কাছে বড়?

অশোক। যাকে তুমি ওকথা শোনাচ্ছ, তারও একমাত্র শিশুপুত্র, একমাত্র বংশধর তোমারই মায়ের মত পীড়িত, ক্ষুধার্ত্ত, মুমূর্ষু! তবুও চিন্তা শুধু তার নিজের জন্য নয়। এই দুঃস্থ পীড়িত আর্ত্তদের জন্যই চিন্তার তাঁর অবধি নেই, দিনে নেই বিরাম, রাতে নেই নিদ্রা।

সুস্থির। অশোক! অশোক! ওকে বলতে দাও, ওকে বলতে দাও। অবরুদ্ধ বেদনা ওর বুকের ভিতরে গুমরে গুমরে ওকে যে অসহ্য পীড়া দিচ্ছে, তা থেকে ও মুক্তি পাক।

নবীন। তুমি কি বলতে চাও মূঢ়ের মতো নিষ্ক্রিয় হয়ে আমাদের আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু দেখব?

সুস্থির। সেদিন কি করেছিলে ভাই? সেদিন যখন ধরণী কেঁপে উঠল,

বাড়ী ঘর ধ্বসে পড়ল, তিল মাত্র অবসর না দিয়ে নির্ম্মম নিয়তি যখন প্রিয়তম পরিজনদের কেড়ে নিয়ে গেল, সেদিন, সেদিন ত প্রতিবিধান করতে পারনি।

নবীন। সেদিন যা পারিনি আজ তাই করব।

সুস্থির। তারপর যখন আহতের আর্ত্তনাদে দিক থেকে দিগন্ত কেঁপে উঠল, সেবার অভাবে, সামান্য সাহায্যের অভাবে নর-নারী বালবৃদ্ধ শিশু যখন পোকার মতো মরতে লাগলো, তখনই কি প্রতিবিধান করতে পেরেছিল ?

নবীন। না, তখনো পারিনি।

সুস্থির। কিন্তু আজ ত পার। আজ যদি আমার সঙ্গে যাও, তা হ'লে শুনতে পাবে ওই সব ভগ্নস্তূপের ভিতর থেকে অসহায় নর-নারী আজও তোমাদের সাহায্য চাইবে। আজ যদি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর তা হ'লে বুঝতে পারবে তোমার মায়ের চেয়ে, আমার ছেলের চেয়েও সহায়হীন হ'য়ে কত মা কত ছেলে, কত ভাই, বোন, বাপ, মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের প্রতি কি তোমার কোন কর্ত্তব্য নেই ?

নবীন। কিন্তু আমার মায়ের অভাবের কথা আমি কেমন করে ভুলব ? আপনি কি আমাকে তাই ভুলতে বলেন ?

সুস্থির। না, তা বলিনা, শুধু বলি মর্ম্মপীড়ায় উন্মাদের মতো ছুটো-ছুটি করলে, মুমূর্ষু যারা তাদের ত বাঁচাতে পারবেই না ; অধিকন্তু মৃত্যু যাদের ওপর ছায়াপাতও করেনি তাদেরও হারাবে।

নবীন। কিন্তু আমার মাকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখব ?

(বৃদ্ধ তাঁহার ছেলের সম্মুখে আসিয়া কহিল)

বৃদ্ধ। ওরে আছে, আছে, আজকের মতো তোর মায়ের পথ্যের সংস্থান আছে, তুই আয় আমার সঙ্গে।

(নবীন বৃদ্ধের দিকে স্থির নেত্রে চাহিয়া রহিল)

নবীন। আছে?

বৃদ্ধ। আছে, সত্য বলচি, আছে।

সুস্থির। যাও ভাই, আজকের এই রাতটুকু মায়ের সেবা ক'রে কাটিয়ে দাও। তারপর কাল আমাদের সঙ্গে বেরিয়ো। মায়েরা যাতে না মরে তার ব্যবস্থাইত আমাদের করতেই হবে, আমরা তাই করব।

নবীন। আপনি—আপনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন?

সুস্থির। আমি কি বুঝিনা ভাই কত বড় আঘাত তোমার ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েচে। তোমার মত বয়সে আমিও হয়তো তোমারই মতো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়তুম। এম্নি বিপদের দিনে শুধু এই কথাটিই মনে রেখো যে, কোন সদিচ্ছারই মূল্য থাকে না, যদি তা সুনিয়ন্ত্রিত না হয়।

নবীন। আমি কাল আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সুস্থির। কাল থেকে এত কাজের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দোব যে, তুমি আর উত্তেজনা প্রকাশ করবার অবসর পাবে না।

(নবীন নত মস্তকে ফিরিয়া গেল)

বৃদ্ধ। আপনি কিছু মনে করবেন না। যে পথ্যের ব্যবস্থা আপনারা আজ করে দিয়েছিলেন, তাতেই চলবে।

সুস্থির। না, না, আমি দুঃখিত হইনি, আপনি ভাববেন না। অশোক, তুমি ভাই সেই কুজো চাকরটার সন্ধান কর।

(সুস্থির অশোক প্রভৃতি চলিয়া গেল)

অশোক। বেশ মশাই, খাসা ছেলেটী আপনার।

বৃদ্ধ। আজ কাল এই রকমই হ'য়েচে।

একজন। কোন দিন না শেষে আপনাকেই খুন করে ফেলে।

বৃদ্ধ। তা হ'লে ত বেঁচেই যাই—

(বৃদ্ধ চলিয়া গেল আবার যে যেখানে ছিল বসিল)

শম্ভু। শুনলে সব, দেখলে সব ?

লতিকা। এম্নি সহজে সকলে চটে ওঠে, দেখে মনে হয় সবারই মাথায় যেন খুন চেপেছে।

শম্ভু। আচ্ছা লতিকা, আমি যদি কোন দিন ওই ছেলেটির মতো ক্ষেপে উঠি।

লতিকা। তুমি ত ক্ষেপেই আছ। আর তা আজকের এই বিপদে নয়, অনেক আগে থেকেই।

শম্ভু। কবে থেকে বলব ?

লতিকা। বলত।

শম্ভু। যেদিন তোমাকে দেখিচি, সেই দিন থেকেই সুরু, না ?

লতিকা। না মশাই, তারও অনেক আগে।

শম্ভু। তারও আগে! তুমি জান্‌লে কেমন করে ?

লতিকা। খাতার পাতা ভরে যে সব ছাই ভস্ম লিখে রেখেচ, তা কোন সুস্থ লোকের কল্পনা থেকে বেরুতে পারে না।

শম্ভু। আরে! সে কবিতার খাতা তুমি কোথায় পেলে, কবে দেখলে ? কোন দিন ত আমাকে বলনি!

লতিকা। খাতাখানা যেদিন পুড়িয়ে ফেল্‌ব ভাবলুম সেই দিনই ত ভূমিকম্প হোলো।

শম্ভু। ইস্! তুমি দেখে ফেলেচ। ছেলে বয়সের খেয়াল!

লতিকা। মানসীটি কে? হৃদয়-মন্দিরের সেই দেবীর নামটিও কি শুন্‌তে পাইনে?

শম্ভু। চল, এবার ফেরা যাক্। মা হয়তো জেগে উঠে তোমাকে খুঁজচেন।

লতিকা। আচ্ছা, তিন-তিনটে বছর তুমি খাতখানা লুকিয়ে রাখলে কি মনে করে বলত?

শম্ভু। সে হিসেব রেখে দিয়ে কতক্ষণ এখানে এসেচ সেইটেই ভেবে দেখ।

লতিকা। তোমাকে কাছে পেলে যে বে-হিসেবী হ'য়ে যাই, তা কি তুমি জান না?

শম্ভু। তোমার আমার সম্বন্ধ চিরদিনই যেন এম্নি হিসেব নিকেশের বাইরেই থাকে, লতিকা।

[শম্ভুর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই অশোক সেখানে আসিয়া তাহাদিগকে চম্‌কাইয়া দিল। কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অশোক ডাকিল]

অশোক। শম্ভু!

শম্ভু। অশোক দা! আসুন।

অশোক। এর অর্থ কি শম্ভু?

শম্ভু। লতিকা, অশোকদাকে প্রণাম কর। আপনার ভ্রাতৃবধু অশোক দা।

অশোক। সুখে থাক মা। তা ব'লে এইখানে, এ সময়ে?

শম্ভু। নইলে আর সময় পাই কোথায়, অশোক দা?

অশোক। আচ্ছা পাগলের হাতে পড়েচ, মা।

(ফিরিয়া গেল)

শম্ভু। অশোক দা, কিছু বল্‌তে এসেছিলেন?

(অশোক ফিরিয়া দাঁড়াইল)

অশোক। না ভাই, না। (গমনোন্মুখ হইল)

শম্ভু। কোন কাজ আছে অশোক দা?

(অশোক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শম্ভুকে দেখিল তারপর কহিল)

অশোক। যা করচ তাই কর—এখন আর কাজের খবর নিতে হবে না। হতভাগা!

(দ্রুতপদে চলিয়া গেল)

শম্ভু। কেমন মজাটা হোলো বলত!

লতিকা। ভারি মজা! তোমার একটু লজ্জা করল না আমার পরিচয় দিতে! উনি কি মনে করলেন বলত!

শম্ভু। কিন্তু পরিচয় না দিলে উনি যা মনে করতেন, তার লজ্জায় ওই মুখখানি রাঙা হ'য়ে উঠত না, কালো হ'য়েই যেতো। উনি ঠিক ভাবতেন পরকীয়া প্রেম চর্চ্চা চল্‌চে।

লতিকা। তোমার সঙ্গে এসে সত্যিই অন্যায় করিচি।

শম্ভু। হাজার-বার। আর কারু সঙ্গে এলে ঘটনাটি যেমন হোতো থ্রিলিং, তেম্নি রোমান্টিক। স্বামীর সঙ্গে প্রেম-করা আর তাই করবার সময় ধরা পড়া বড্ড মামুলি এবং মর্ডার্ণ ইজম্ বিরোধী, না?

লতিকা। তোমার ওই ইজম্ ফিজম্ রেখে দাও, ভালো লাগেনা। ছিঃ ছিঃ কি ভাবলেন উনি! যাও তোমার কাছে থাকতে নেই—

শম্ভু। তুমি দেখচি, সত্যি সত্যিই ভড়কে গেলে।

[খুব দূরে গুম্-গুম্ করিয়া শব্দ হইল। লতিকা স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিল]

লতিকা। ওই আবার সেই শব্দ !

শম্ভু। ধরিত্রী আবার হয়ত বিদীর্ণা হচ্ছেন লজ্জায় রাঙা তাঁর এই দুহিতাটিকে বুকে টেনে নিয়ে নির্লজ্জ করে রাখবার আকাঙ্ক্ষায় !

লতিকা। না, না, তামাসা নয়, ওই শোন।

[এবার আরও জোরে শব্দ হইল এবং তাঁবুগুলি গাছগুলি সব কাঁপিয়া উঠিল। সব লোক চেঁচাইয়া উঠিল। ছাউনীর বাইরে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল]

ওগো আমায় ছেড়ে যেয়ো না !

সকলে। ভগবান্ রক্ষে কর, ভগবান্ রক্ষা কর !

(আবার একটা বিকট শব্দ হইল)

শম্ভু। ভয় নেই লতিকা, কোন ভয় নেই—যদি মরি এক সঙ্গেই মরব।

(লতিকাকে বাহু পাশে বাঁধিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

[শিশুর নারীর চীৎকার ছাপাইয়া আবার শব্দ হইল, ভীত নরনারীরা দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া আর্ত্ত-স্বরে চীৎকার করিল]

সকলে। ভগবান রক্ষা কর ! ভগবান রক্ষা কর।

[সনাতন দৌড়াইয়া আসিয়া একটা উঁচু যায়গায় দাঁড়াইয়া দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া কহিল]

সনাতন। ভগবান, ধ্বংস কর। ভগবান, ধ্বংস কর। ধ্বংস কর এই সব ধর্ম্মবিমুখ, শাস্ত্রবিমুখ, আচারবিমুখ, স্বৈরাচারী বিদ্রোহীদের। তোমার সৃষ্টির কলঙ্ক, একাকারে প্রমত্ত এই পাষণ্ডদের সকল চিহ্ন লোপ করে পবিত্র চাতুর্ব্বর্ণ্যের পুনঃ প্রবর্ত্তন কর।

(নবীন চীৎকার করিয়া উঠিল)

নবীন। আমিও বলি ধ্বংস কর, ভগবান ধ্বংস কর, ধ্বংস কর আচার সর্ব্বস্ব এই মূঢ়দের, যারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দেয়, মোক্ষের লোভ দেখিয়ে মানুষের মুক্তির পথ যারা দুর্গম করে তোলে, মানুষকে যারা অস্পৃশ্য অপবিত্র বলে তোমার মন্দির দুয়ার থেকে সবলে সরিয়ে দেয়—তোমার সমীকরণের অমোঘ দণ্ডাঘাতে তাদের মিথ্যা আভিজাত্য চূর্ণ করে, হে পতিত-পাবন! পরিত্যক্ত লাঞ্ছিত তোমার সন্তানদের সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত কর।

শম্ভু। চল লতিকা, আমরা মায়ের কাছে যাই।

(চলিয়া গেল)

সকলে। ভগবান রক্ষা কর, ভগবান রক্ষা কর।

জনৈক বৃদ্ধ। ওরে! থেমে গেছে! ভূমিকম্প থেমে গেছে। আর ভয় নেই, তোরা শান্ত হ। শান্ত হ।

(সকলেই কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

২য় ব্যক্তি। সত্যিইত থেমে গেছে।

৩য় ব্যক্তি। হায়! হায়! অমন সনাতনী উচ্ছ্বাসও ভগবান উপেক্ষা করলেন!

সনাতন। নিপাত যাও, তোমরা নিপাত যাও।

(লাফাইয়া পড়িয়া চলিয়া গেল)

৩য় ব্যক্তি। আবার ওই হরিজনী হিরোইজম্ দেখেও ভগবান উদ্বুদ্ধ হলেন না।

নবীন। একদিন জাগবেন, একদিন শুনবেন।

(প্রস্থান)

(কুঞ্জ পিছন হইতে কহিল)

কুঞ্জ। বাবা! কারু কথাই সে শোনে না। নিজের খেয়ালেই ভাঙ্গে, নিজের খেয়ালেই গড়ে।

২য় ব্যক্তি। এমন জ্ঞানের কথা কে বল্লেরে।

১ম ব্যক্তি। দেখ ত হে, দেখ ত লোকটা কে!

৩য় ব্যক্তি। ওই যে সন্ন্যেসী; সরে পড়চে।

১ম ব্যক্তি। ফেরাও, বাবাকে ফেরাও।

৩য় ব্যক্তি। দুর্দ্দিনে যখন দেখা দিয়েছ বাবা, তখন নিদয় হয়ো না।

কুঞ্জ। আমি সন্নেসী নই, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও।

১ম। বাবা পরিচয় দিতে চান না, প্রকৃত মহাজন হে প্রকৃত মহাজন!

২য়। এই অকৃতি অধমদের প্রতি নিদয় হয়ো না বাবা।

কুঞ্জ। কি বিপদেই পড়লুম রে বাবা।

১ম। প্রকৃত মহাজন হে, প্রকৃত মহাজন!

৩য়। আশীর্ব্বাদ কর বাবা, আশীর্ব্বাদ কর!

২য়। আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের আবার ঘর-দোর হোক, ছেলে-পুলে নিয়ে আমরা যেন বেঁচে থাকি।

কুঞ্জ। তোমরা বেঁচে থাক, সুখে থাক, তোমাদের বাড়বাড়ন্ত হোক, সোনাদানায় সিন্ধুক ভরে উঠুক, যাতে করে হাত সাফায়ের কায়দা দেখাতে পারি।

২য়। এবার বেঁচে থাকলে তোমার জন্য মঠ তৈরি করে দোব বাবা।

৩য়। সোনা দিয়ে তার চুড়ো বাঁধিয়ে দোব বাবা।

৪র্থ। দেশের সকলকে এনে তোমার শিষ্য করে দোব বাবা।

কুঞ্জ। আমি মঠও চাইনা, শিষ্যিও চাইনা—চাই তোমারা সুখে থাক, শান্তিতে থাক।

১ম। প্রকৃত মহাজন হে, প্রকৃত মহাজন!

২য়। উপদেশ দাও বাবা উপদেশ দাও।

৩য়। তোমার এই অজ্ঞান সন্তানদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দাও বাবা!

৪র্থ। নইলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব।

২য়। অনশনে আত্মহত্যা করব।

কুব্জ। কুজোরে! বুদ্ধি খেলা, বুদ্ধি খেলা, বাঁচতে চাসত বুদ্ধি খেলা।

২য়। বাবার কি রহস্যময়ী ভাষা!

১ম। প্রকৃত মহাজন হে, প্রকৃত মহাজন!

কুব্জ। এই সত্যিই তোরা উপদেশ চাস?

২য়। আমাদের মনের ময়লা ঘুচিয়ে দাও বাবা।

৩য়। অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে দাও বাবা।

কুব্জ। তাহলে সব চুপ হয়ে বোস।

২য়। ওরে সকলে বোস এইখানে বোস, বাবার দয়া হয়েছে।

১ম। প্রকৃত মহাজন হে, প্রকত মহাজন!

সকলে বসিল)

কুব্জ। সকলে চোখ বোজ।

২য়। ওরে সকলে চোখ বোজ হে, চোখ বোজ!

৩য়। বাবা আঁধারে জ্যোতি দেখাবেন।

১ম। প্রকৃত মহাজন হে, প্রকৃত মহাজন!

৪র্থ। চোখ বুজিচি বাবা।

কুব্জ। বেশ। এখন সবাই দুহাত উঁচু কর।

(সকলে হাত উঁচু করিল)

৩য়। করেচি বাবা।

কুব্জ। সবাই বল, ভগবান, আমরা বোকা আমরা বেকুব।

সকলে। ভগবান আমরা বোকা, আমরা বেকুব।

কুঞ্জ। আরো দুবার বল।

(সকলে আবার তাহাই বলিতে লাগিল, একবার বলা হইতেই—)

কুঞ্জ। কুঞ্জোরে! এইবার পালিয়ে প্রাণ বাঁচা।

(কুঞ্জ সরিয়া পড়িল। লোকগুলা তৃতীয়বার বলিয়া চুপ করিয়া রহিল)

২য়। তিনবার বলেছি বাবা।

৩য়। আঁধারে তো জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি না বাবা।

৪র্থ। কথা কও বাবা, কথা কও।

২য়। ওরে বাবা পালিয়েছেন।

(সকলে চোখ খুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল)

৩য়। ছলনা করে পালিয়েছেন।

১ম। প্রকৃত মহাজন হে, প্রকৃত মহাজন!

২য়। কাছে পেয়েও রাখতে পারলুম না।

(মা প্রবেশ করিল)

মা। আহা-হা! কাছে পেয়েও রাখতে পারলে না। তোমাদের ত বড় দুঃখু।

২য়। এ আবার কি বলে?

মা। ঠিকই বলি বাবা! পেয়ে হারাবার দুঃখু যে কি আমি জানি বাবা। আমিও পেয়েছিলুম আমার রতনকে। কিন্তু রাখতে পারলুম না বাবা।

সকলে। চল—চল—বাবাকে খুঁজে দেখি—

(সকলের প্রস্থান)

[মা সুস্থিরের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইল। সুস্থির ও ধরিত্রী তাঁবু হইতে বাহির হইল। লোকগুলা পিছনে চলিয়া গেল]

সুস্থির। কোথায় ছিলে মা এতক্ষণ ?

মা। সারা সহর খুঁজে দেখলুম, কাউকে পেলুম না। সুস্থির বাবা ! একটি সত্যি কথা আমাকে বলবি ?

সুস্থির। বল মা কি জানতে চাও তুমি ?

মা। সত্যি বলবি ?

সুস্থির। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না মা।

মা। আমার ভাঙা বাড়ীর ইঁট-কাঠের নীচে······

[মা কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল, ঠোঁট নড়িতে লাগিল]

ধরিত্রী। বলতে কষ্ট হচ্ছে মা, এখন ওকথা থাক।

মা। আমার ভাঙা বাড়ীর ইঁট-কাঠের নীচে ক'টি দেহ তোমরা পেয়েছ ?

সুস্থির। পাঁচটি।

মা। পাঁচটি !

ধরিত্রী। ওকথা এখন থাক মা।

মা। পাঁচটি, আমার মণি, আমার মাণিক, আমার রতন, আমার মাণিকের পান্না, চুন্নী, আর ?

সুস্থির। আর একটি বধূ !

মা। কে ! আমার নীলিমা-মা, না আমার সোনার সীতা ?

সুস্থির। রং যার কালো।

মা। আমার নীলিমা-মা, নীলিমা ! সুস্থির, সুস্থির, আমার সীতা ?

সুস্থির। আর কারু দেহ ত আমরা পাইনি মা?

মা। আমার সীতা? মা যে আমার অন্তঃসত্ত্বা।

ধরিত্রী। হয়ত বেঁচে আছে মা, আমার ছোট বোনটি হয়ত বেঁচে আছে।

মা। পুরো মাসের পোয়াতী মা, পুরোমাসের পোয়াতী সে। আমায় আবার যেতে হোলো, খুঁজে খুঁজে দেখতে হলো···আমার স্বামীর বংশের ধারা যে অব্যাহত রাখবে, সে হয়ত আমার বাসুদেবের মতই দুর্য্যোগের রাতে এসেছে, ওরে এসেছে!

(দ্রুত যবনিকা পড়িল)

তৃতীয় অঙ্ক

[দুর্গতিদের সেই ছাউনি। ভোর হইয়া আসিয়াছে, অমরনাথ একটি স্তুপের উপর দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছে। সেই গান শুনিয়া ছাউনি হইতে লোক বাহির হইতেছে। গান শেষ হইলে মঞ্চের সম্মুখ দিকে মা বাহির হইলেন, পিছনে ধরিত্রী]

অমরনাথের গান

জাগো! জাগো হে, জাগো!
সুপ্তি-সমাধি ছাড়ি নিদ্রিত হে!
জাগো! জাগো হে, জাগো!
অশ্রুর তমসা তীরে,
কাঁদে বিহ্বলা এ ধরণীরে,
নব উদয় অরুণ আঁখি তীরে
রুদ্ধ তিমির দ্বার ভাঙ্গো!
জাগো! জাগো হে, জাগো!
স্বার্থের মন্থন-দণ্ডে মন্থিত জন-সাগরে,
জেগে উঠে বিষের জ্বালা,
সদাশিব জাগো! জাগোরে!
অন্ধ নয়নে আঁখি জ্বালো!
দেহ আলো! দেহ আলো!
লাঞ্ছিতা ধরণী যে কাঁদে,
সত্য শিবেরে সবে ডাকো।

ধরিত্রী। মা!

(মা ফিরিয়া দাঁড়াইল)

মা। পেছু ডাকলে মা!

ধরিত্রী। এখনো তো ভাল করে ফর্সা হয়নি, এখনো তো চোখে দেখতে পাবেনা।

মা। আমার সৃষ্টিধরের সন্ধানে বেরুচ্ছি, আলো অগ্নিই পাব, মা।

ধরিত্রী। কিন্তু সে সন্ধানে তোমাকে বেরুতে হবে কেন? ওঁরাইত বেরিয়েছেন।

মা। ওদের কাজের কি অন্ত আছে মা? সব কেন পেরে উঠবে?

ধরিত্রী। কিন্তু এও তো ওঁদেরই কাজ।

মা। তা হোক। ওরাও খুঁজুক, আমিও খুঁজি। নইলে আমি স্বোয়াস্তি পাবনা।

ধরিত্রী। তা হ'লে একটী কথা বলে যাও, মা। বলে যাও, খাবার সময় ফিরে আসবে; নইলে আমিও আজ উপোস করে থাকবো।

মা। আচ্ছা আসবো।

(একটু গিয়া আবার ফিরিয়া দাড়াইল)

হ্যাঁ, আবার ভূমিকম্প হলে ছাউনিতে যেন কেউ থাকে না। এরা, ওরা, ওরা, কেউ নয়, কেউ নয়, বুঝলে মা, কেউ নয়—

[মা চলিয়া গেল। ধরিত্রী তাঁবুতে প্রবেশ করিল। বহুলোক জড় হইল। শাবল কোদাল প্রভৃতি লইয়া সুস্থিরের তাবু হইতে সেবকদল বাহির হইল লোকগুলো তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, মা ফিরিয়া আসিল]

মা। সুস্থির! সুস্থির!

(সুস্থির ও ধরিত্রী বাহিরে আসিল)

সুস্থির। ডাকচ, মা!

মা। হ্যাঁ, একটী লোক দেখলুম···ওই যে দূরে দাঁড়িয়ে।

সুস্থির। হ্যাঁ, উনি কে মা ?

মা। ঠিক তাঁরই মত মনে হচ্ছে।

ধরিত্রী। কে মা ?

সুস্থির। তোমার আপনার কেউ কি ?

মা। হ্যাঁ।

সুস্থির। আমি ডেকে নিয়ে আসচি মা।

মা। না বাবা ওঁর সাম্‌নে আমি দাঁড়াতে পারবো না।

সুস্থির। উনি তো চোখে দেখতে পান না মা।

মা। যদি আমার কথা শুনে আমায় চিনতে পারে ?

ধরিত্রী। চিনলে কি হবে মা ?

মা। ও যে প্রশ্ন তুলবে, ও যে জানতে চাইবে ওর মেয়ে জামাই কেমন আছে, কোথায় আছে। আমি কি জবাব দেব সুস্থির—আমি কি জবাব দেব ধরিত্রী ?

ধরিত্রী। তবে ওকে ডেকে এনে কাজ নাই মা।

সুস্থির। অশোক আর শম্ভু ওঁকে যে এই দিকেই নিয়ে আসছে !

মা। আমি ওর সামনে থাকবো না।

সুস্থির। মা উনি চোখে দেখতে পান না, তারপর আঘাত পেয়ে মাথাও ওঁর খারাপ হয়ে গেছে !

মা। আ-হা-হা ও জানে না কি সর্ব্বনাশ ওর হয়ে গেছে !

সুস্থির। নিজের পরিচয়ও দিতে পারেন না, শুধু আপন মনে গান গেয়ে ফেরেন।

মা। গান ! গান গায় !

সুস্থির। একটু আগেই তো গাইছিলেন।

মা। তবে আর ভুল নেই সুস্থির। কিন্তু ও এখানে কেমন করে, কেমন করে এলো!

ধরিত্রী। চল মা ওরা এসে পড়েচে!

মা। না মা, নিজের কানে শুনে যাই ও কেমন করে এল।

অশোক। আপনাকে তো এ সহরে কখোন দেখিনি।

অমর। তাহলে ধরে নাও এখনও দেখচ না।

মা। ওঁকে জিজ্ঞাসা কর সুস্থির, ও কবে এসেছে।

সুস্থির। আপনি কবে এখানে এসেছেন?

অমর। কোথায় এসেচি আগে তাই বল। সৃষ্টির শেষ প্রান্তে? নরকে?—

সুস্থির। আপনি এসেছেন পাহাড়পুরে।

অমর। পাহাড়পুরে?

সুস্থির। হ্যাঁ।

অমর। পাহাড়পুর! ও তাই বুঝি আমার বুকে পাহাড়ের বোঝা! ভেঙ্গে যায় আমার বুক, ভেঙ্গে যায়!

সুস্থির। দেখেছ মা স্মৃতি ওঁর নেই।

মা। সুস্থির! ও আমার সীতার বাপ। ওকে জিজ্ঞাসা কর সীতার কথা; হয়তো স্মৃতি ফিরে পাবে।

সুস্থির। সীতার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

অমর। সীতা!

সুস্থির। হ্যাঁ, সীতা।

অমর। ভাবছো মনে নেই। পাতালে চলে গেল যে, রাজার নন্দিনী! রামের ঘরণী, অবিচারে অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পাতালে চলে গেল! দেখলে তো ভুলিনি, আমি ভুলিনি!

সুস্থির। সে সীতা নয়।

অমর। তবে!

সুস্থির। আপনার সীতা!

অমর। আমার সীতা! অ্যাঁ, আমার সীতা? দূর বোকা, সীতা কি আমার তোমার ভিন্ন, একালের সেকালের পৃথক। সেই ত্রেতা থেকে আজ পর্য্যন্ত একটা সীতাই ডুকরে ডুকরে কাঁদচে! তাইতো তনয়ার বেদনা সইতে না পেরে ধরণী থেকে থেকে কেঁপে ওঠে, তার বুক চৌচির হ'য়ে ফেটে যায়, গৈরিক প্রস্রবনে বেদনার প্লাবন বয়। তোমরা মূর্খ, তোমরা বল ভূমিকম্প, তোমরা বল প্রকৃতির প্রতিশোধ, কিন্তু আমি জানি ও সেই অব্যক্ত বেদনার অভিব্যক্তি,—দুহিতার প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে ধরিত্রীর বিক্ষোভ!

অশোক। ভূমিকম্পের কথা বল সুস্থির দা, হয়তো স্মৃতি ফিরে আসবে।—

সুস্থির। পাহাড়পুরে আপনি কবে এলেন?

অমর। না, না, না, আর প্রশ্ন নয়…আর আমি জবাব দিতে পারব না, আমি সব হারিয়েছি! না না কিছু হারাই নি, ওই, ওই তারা আমায় ডাকে, ওই…ওই…!

(প্রস্থানোদ্যত)

সুস্থির। শুনুন একটা কথা।

(হাত ধরিল)

অমর। খবরদার।

(চলিয়া গেল)

সুস্থির। শম্ভু, অশোক, ওর সঙ্গে সঙ্গে যাও মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

মা। চিরদিনই ও ওইরকম বাবা! যেন এ পৃথিবীর কেউ নয়।

শুধু ওর সীতাই ওকে সংসারে টেনে রেখেছিল। সীতাকে বিয়ে দিয়েই ও মনে করত সব হারিয়েচে—আজ সত্যি সত্যিই ও সর্ব্বহারা।

সুস্থির। ওঁর গান শুনে, ওঁর কথাবার্ত্তায় আমারও মনে হয় উনি কবি, উনি দার্শনিক।

ধরিত্রী। এস মা, আমার সঙ্গে!

মা। না মা, বিশ্রামের আর অবসর নাই। আমার সীতাকে পেলে আমিও বাঁচবো, সীতার বাপও বাঁচবে। আমারই মায়ের ভাই, বড় ভাল লোক মা! বড় ভাল লোক! ওই মেয়েটী ছাড়া সংসারে আর ওর কেউ নেই।

(মা চলিয়া গেল। ধরিত্রী তাহার ছউনিতে, সুস্থির বাহিরে চলিয়া গেল)

১ম। দেখলে যা বলেছিলুম, ঠিক কি না!

২য়। নামকে ওয়াস্তে বাবা, নামকো ওয়াস্তে।

৩য়। কোদাল নিয়ে সাবল নিয়ে চল্লেন সব মড়া খুঁজতে।

১ম। জ্যান্ত লোকগুলো যে এদিকে ক্ষিদেয় খাবি খাচ্ছে, তার খোঁজ নেই।

২য়। মস্ত বড় উকিল। নিজের হাতে ছত্রিশ জাতের মড়া টান্‌ছে—শুনে লোকে ধন্য ধন্য করবে এই লোভেই ত লোক দেখানো এই কাজ।

৩য়। তুমি দাদা, বড্ড বাড়িয়ে বলচ।

২য়। কে বাড়িয়ে বলচে? আমি? তেমন বংশে জন্মাই নি আমি। জান আমার ঠাকুমা মাসের পর মাস মৌনব্রত অবলম্বন করতেন।

৩য়। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সে শুনিচি—বাতব্যাধি হয়ে জিভ্ আড়ষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। শেষটায় সেই রোগেই বুড়ী মল।

২য়। তুমি দেখেছিলে?

৩য়। আমি শুনিচি।

২য়। শোনা কথা যে বিশ্বাস করে সে আমার শালা।

৩য়। কী তুমি আমায় শালা বল্লে?

১ম। আহা, হা, তোমরা কি ক্ষেপে গেলে?

৩য়। ক্ষেপব না, ও আমাকে শালা বলবে, আর আমি তাই সইব! এতে আমার কতখানি অমর্য্যাদা হয় তা তুমি বোঝ?

৪র্থ। ওহে! শোন! শোন! সকলে শোন, যে যেখানে আছ শোন!

(১ম, ২য় ও ৩য় ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল)

১ম, ২য়। কী খবর বল। শিগ্‌গির শিগ্‌গির বল।

৪র্থ। আগে সকলে এসে জড়ো হোক্। ওগো! যে যেখানে আছ ছুটে এস, বড় সুখবর। বড় সুখবর।

(তাঁবু হইতে নর-নারী সকলে বাহির হইয়া আসিল)

১ম। ওরে বাবা, বলে ফ্যাল তোর সুখবর, শুনে আমরা সোয়াস্তি পাই।

৪র্থ। সুস্থির বাবু যে লোক পাঠিয়েছিলেন, সে একশ মাইল হেটে গিয়ে দিকে দিকে তার করেছিল, তারই ফলে নানা দিক থেকে নানা সাহায্য এসেছে।

১ম। তোমার এ কথা কি সত্যি?

৪র্থ। আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

২য়। ওরে আজ আনন্দ কর, আনন্দ কর।

২য়। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।

১ম। ওরে ভাই, কি কি সাহায্য এসেচে ?

৪র্থ। চাল, ডাল, গম, রুটি, জমাট-দুধ, ওষুধপত্র, কাপড়, কম্বল কত !

১ম। আর না খেয়ে মরবার ভয় নেই।

৪র্থ। না ভাই আর ভয় নেই।

(প্রস্থান)

৩য়। আর শীতে কাঁপবার দুঃখ নেই।

২য়। ওরে আনন্দ কর—ওরে আনন্দ কর—

১ম। আমাদের দূর দেশের আত্মীয়-স্বজনরা বেঁচে আছে।

২য়। আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা আমাদের মনে রেখেছে।

৩য়। সংসার সৃষ্টি সব তা হ'লে লোপ পায়নি।

অনেকে। আর আমাদের মারে কে, ওরে আর আমাদের মারে কে ! আর আমাদের মারে কে !

সনাতন। হারে ! নির্ব্বোধের দল, ভগবানের মার কি এরি মাঝে ভুলে গেলি !

অনেকে। ভুলিনি ঠাকুর, ভুলিনি।

সনাতন। তবে যে বড় গলায় বল্লি আর আমাদের মারে কে ?

অনেকে। অন্যায় করিচি ঠাকুর।

সনাতন। প্রার্থনা কর। শুদ্ধান্তঃকরণে প্রার্থনা কর !

১ম। তুমি বলে দাও, ঠাকুর, বলে দাও।

২য়। তোমরাইত চিরকাল আমাদের হয়ে ভগবানকে আমাদের প্রার্থনা জানিয়েছ।

সনাতন। ভগবানের বিধানের বিরুদ্ধাচরণ আর করবি ?

অনেকে। না, ঠাকুর, না।

সনাতন। স্বৈরাচারে আর প্রবৃত্ত হবি?

অনেকে। না, না।

সনাতন। বেশ! তা হ'লে তোদের হয়ে আমি প্রার্থনা করব।

২য়। তুমি তাই কর ঠাকুর, আমরা দেখে আসি চাল, ডাল, কতদূর?

১ম। ওরে আমরা ত এখানে আনন্দ লুটচি, ওদিকে যদি ভাণ্ডার লুট হয়।

৩য়। চল্, চল্—সবাই চল্!

২য়। আরে তোমরা সব দেখচ কি! ধামা, কুলো, ধুচুনি যার যা আছে নিয়ে ছুটে এস! কিছু না থাকে অম্নি এস!

[সকলে হুড়মুড় করিয়া চলিয়া গেল, শুধু ধরিত্রী তাহার ছাউনির উপর হাত রাখিয়া স্থির হইয়া লোকগুলো যেদিকে গেল, সেইদিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল]

[যবনিকা পড়িয়া তখুনি উঠিল। কুব্জ উঠিয়া বসিল]

কুব্জ। নাঃ এ জায়গা ছেড়ে পালাতেই হোলো। শালারা দিন রাত চেঁচাবে, মানুষ ঘুমোবে কি করে? আর পালাবারই কি ছাই উপায় আছে? দেখলেই বলবে, বাবা উপদেশ দাও—উপদেশ দাও। ভুঁইকাঁপনে কত লোক কত বিপদে পড়েছে, কিন্তু এমন ফ্যাসাদে কেউ পড়েনি। এইরে! সার্‌লে! এও বুঝি এসে উপদেশ চায়—কি বিপদেই পড়েচি রে বাবা গায়ে এই ছাই মেখে!

[ধরিত্রী তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাতের জিনিষপত্র রাখিয়া গলায় আঁচল দিয়া তাহাকে প্রণাম করিল]

করলে কি মা—করলে কি মা, একটা চোরকে করলে প্রণাম।

(ধরিত্রী মাথা তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল)

ধরিত্রী। চোর!

কুব্জ। হ্যাঁ, মা, পাঁচ বছর বয়স থেকে চুরি করে করে হাত পাকিয়ে নিয়েচি, ধরা সহজে পড়ি না।

ধরিত্রী। ও আমি তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলুম, তোমারই দেওয়া রুটি আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

(ধরিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল)

কুব্জ। সে রুটিখানাও এনেছিলুম চুরি করে।

ধরিত্রী। কিন্তু বড় অসময়ে তুমি ভিক্ষে দিয়েছিলে বাবা, কাল ঘরে কিছুই ছিল না। আজ যা পেয়েচি তারই ভাগ তোমাকে দিতে এসেচি। তোমাকে তা নিতেই হবে।

কুব্জ। ওসব আনবার দরকার ছিল না মা, রাতের বেলায় হাত সাফাইয়ের কায়দায় সবই আমি যোগাড় ক'রে নিতে পারতুম। যখন এনেইছ তখন রেখে যাও। ক্ষিধেও পেয়েচে—আর শীতও তো একেবারে যায় নি। এই ছাই এখুনি আমাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। সবাই সাধু ব'লে ভুল করে।

[হাত দিয়া গায়ের ভস্ম ঝাড়িতে লাগিল। গাছের পেছন হইতে দুষমন উঁকি মারিয়া দেখিল]

ধরিত্রী। আমি এখন যাই বাবা। চুরি-চামারি আর করো না।

কুব্জ। তবে কি করবো!

ধরিত্রী। আমার কাছে যেয়ো, আমি তোমাকে খেতে পরতে দোব।

(প্রস্থান)

কুব্জ। বেটীর কি বুদ্ধি রে বাবা! বলে চুরি করো না খেতে দোব। দিব্যি মনের আনন্দে থাকি, যখন যা ইচ্ছে হয়, হাত সাফাই

ক'রে ভোগ করি, তাই ছেড়ে তাঁর দোরে গিয়ে ভিক্ষের ঝুলি পাততে ব'লে দরদ ঢেলে গেলেন।

(দুষমন আগাইয়া আসিল, পেছন দিক হইতে কহিল)

দুষমন। পেরণাম হই, সাধু বাবা!

(কুজ লাফাইয়া উঠিল)

কুজ। ওরে আমি সাধু নই, আমার চোদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন সাধু ছিল না।

দুষমন। সে খবর আমার জানা আছে, কিন্তু জমিয়েছিস বেশ।

(কুজর সাম্‌নে গিয়া দাঁড়াইল)

কুজ। কে রে! দুষমন!

দুষমন। ভস্ম মেখে মুখের চেহারা বদলে দেওয়া যায়। কিন্তু পাকা কুজ ঢাকা দেওয়া যায় না। হ্যাঁরে, তোর সেই গয়নার ভাগ নিবিনে?

কুজ। না ভাই দুষমন, ও সবে আর মন নেই।

দুষমন। বলিস্ কি! তোর ভাগ যে আমি তুলে রেখেচি।

কুজ। তুই তাই কাজে লাগা।

দুষমন। আমার আর কোন্ দরকারে লাগ্‌বে বল্। ঘরে সেই কেলে মাগীকে পরালে তো ভাল দেখাবে না। হায়রে, ভুঁইচালে সহরের কত ভাল ভাল মাল হাতের বাইরে চলে গেল; একটাও বেমালুম লুকে নিতে পারলুম না!

কুজ। কেন? যার কথা সেদিন ব'লে দিয়েছিলুম।

দুষমন। বলে আর দিলি কোথায়? ইটের চোট খেয়ে তুই তো বেহুঁস হ'য়ে গেলি, আমি ভাবলাম তুই শালা বুঝি খতম হয়ে গেলি! তারপর ক'শালা ভদ্রলোক এম্নি তাড়া করলে যে

প্রাণ নিয়ে পালাতে হলো। তোর বড় চোট লেগেছিল। কিছু মনে করিসনি, মাইরি! আমি একটু রগ্‌চটা লোক। তাই ব'লে তোকে কম ভালবাসিনে। তুই আমার দশ বছরের ইয়ার।

কুঞ্জ। ও-কথা আর নয় ভাই, ও-কথা আর নয়।

দুষমন। কেন? টুক্‌টুকে মেয়ে মানুষের আনা-গোনা চলছে বলে? এ যে ভাই, গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল! ওসব বুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে আমার কথাটা শোন্! এমন সময় আর পাবিনে। আয় দু'ভায়ে যত পারি গুছিয়ে নি।

কুঞ্জ। আরে—দুর্! চুরির ব্যবসাটাই মাটি হয়ে গেল। না চাইলেই যখন গয়না পাওয়া যায়, তখন আর চুরির ইজ্জৎ রইল কোথায়?

দুষমন। গয়নার চেয়েও দামী জিনিষ আছেরে! এখন থেকে সেই দিকেই আমাদের নজর দিতে হবে।

কুঞ্জ। টাকা পয়সা যার যা ছিল, সবই ত চাপা পড়েচে।

দুষমন। তারও চেয়ে দামী জিনিষ।

কুঞ্জ। তার চেয়েও দামী জিনিষ কিরে?

দুষমন। মানুষ!

কুঞ্জ। মানুষ! মানুষের দাম কি এতই বেড়ে গেল? আমি ত দেখছি তারা মরছে পোকার মতো।

দুষমন। তোকে বুঝিয়ে দিলে তুই মানুষের ব্যবসা করবি তো?

কুঞ্জ। মানুষের ব্যবসা!

দুষমন। কি দেখছিস রে বোকা! মানুষ বিকি-কিনি! তুই খদ্দের দেখ।

কুঞ্জ। কে বেচবে, কে কিনবে, কিছুই বুঝতে না পেরে মানুষের ব্যবসা কেমন করে করব ?

দুষমন। দূর শালা! মগজে তোর একটুও ঘি নেই, খালিই গোবর আছে।

কুঞ্জ। জানিস্‌ত ভাই, আমার তেমন বুদ্ধি নেই।

দুষমন। এই শোন্‌। খেতে না পেয়ে কত লোক ছেলেমেয়ে বেচে ফেলচে। তা জানিস্‌?

কুঞ্জ। কোথায়! আমি ত দেখছি ছেলেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে বেশ বড় ঘরের বউ আঁচল পেতে ভিক্ষা করেছে।

দুষমন। আরে শালা, তাতে কি হোলো? যারা ভিক্ষা পাবে না, তারাই বেচবে।

কুঞ্জ। কিনবে কে ?

দুষমন। ভূঁইকাঁপনে যারা ছেলেমেয়ে হারিয়েছে তারা।

কুঞ্জ। টাকা পাবে কোথায় ?

দুষমন। টাকা পাবে কোথায়! শালা গাধার বেহদ্দ! তোকে বলাই আমার ভুল হয়েচে। না, তুই পারবি নে। তুই গাছতলায় পড়ে থাক আর শুকিয়ে মর।

(দুষমন রাগের ভাণ করিয়া মুখ ফিরাইয়া সরিয়া গেল)

কুঞ্জ। (স্বগত) শালার মতলবটা না জেনে ত যেতে দেওয়া হবে না। ও ভাই, রাগ ক'রে চলে যাচ্ছিস্‌?

দুষমন। যাবো না ত কি করবো। তোকে দিয়ে তো হবে না।

কুঞ্জ। একবার পরখ করে দেখ না ভাই।

(দুষমন তাহার কাছে আসিল)

দুষমন। তোর কাছে ত দেখি মেয়ে মানুষ আসে।

কুঞ্জ। তা আসে।

দুষমন। তাদের গা-ভরা গয়নাও দেখলুম।

কুঞ্জ। কারু কারু তাও থাকে।

দুষমন। আজ ওদের হাতে পয়সা না থাক্‌লেও দুদিন পরে পয়সা পাবে, তা বুঝিস ?

কুঞ্জ। হয়ত পাবে।

দুষমন। হয়ত নারে শালা, জরুর পাবে।

কুঞ্জ। মান্‌লুম তোর কথাই সত্যি, নির্ঘাত পাবে। তারপর ?

দুষমন। এইখানেই পাকা সাধু হ'য়ে বোস্‌।

কুঞ্জ। আচ্ছা, ধরে নে যে, আমি সত্যিকারের সন্ন্যাসী। এই ধ্যানে বসলুম। এবার বল।

দুষমন। তোর কাছে মেয়ে মানুষরা তাদের দুঃখু জানাতে আসবে। তখন, কার ছেলে হারিয়েচে, কার মরেছে মেয়ে তুই জেনে নিবি। খবরগুলো খালি তুই আমায় দিবি, বাকী সব আমিই করে নোব। তোতে আমাতে বখরা আধা-আধি থাকবে। কেমন রাজী আছিস তো ?

কুঞ্জ। এ আর এমন শক্ত কাজ কি ? এ আমি খুব পারব।

দুষমন। পারবি তো ?

কুঞ্জ। হুঁ। কিন্তু বখ্‌রা ?

দুষমন। তোকে বখরা বুঝিয়ে দোব।

কুঞ্জ। যেমন গয়নার বখ্‌রা দিয়েছিলি ?

দুষমন। সে ত আমি আগেই বলেছি, তোর জন্যে তুলে রেখেছি।

কুঞ্জ। বেশ্‌ চল্‌ তোর বাড়ী, বখ্‌রাটা আগে নিয়ে আসি।

দুষমন। আরে এখানে এনে রাখ্‌বি কোথায়? আর তুই দাগী চোর আছিস, আমার বাড়ী থেকে বার হতে দেখলে লোকে সন্দেহ করবে। সাধু সেজে ক'টা দিন এইখানেই থাক, তারপর সময় হ'লেই আমি এসে দিয়ে যাব।

কুব্জ। আচ্ছা, তোর সল্লা মতোই কাজ ক'রে দেখা যাক।

দুষমন। এই ত ঠিক আছে দোস্ত। এখন শোন, আজ থেকেই খোঁজ ক'রে ছাখ একটা কচি বাচ্ছার খদ্দের পাওয়া যায় কি না।

কুব্জ। কোন্ জাতের ছেলে, তা বল্।

দুষমন। আরে জাত পাতের অত খবর কে রাখে? চমৎকার চেহারা, একেবারে রাজপুত্তুরের মত! কেবল দু' চারদিন হ'ল পয়দা হয়েছে। যে জাতের লোক খদ্দের পাবি, সেই জাতের ব'লেই চালিয়ে দিবি।

কুব্জ। কোথায় পেলি?

দুষমন। রাস্তায় পেয়েছি। দেখলুম মেয়েটা মরে গেছে, বাচ্চাটা কাঁদছে। কেমন মায়া হ'ল, বুকে তুলে নিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

কুব্জ। বলিস কিরে!

দুষমন। মাইরি বলচি, কোন শালা মিছে বলে।

কুব্জ। রেখেই দে না।

দুষমন। খেতে দোব কি? বেচে ফেল্লে দু'টো পয়সা পাওয়া যাবে। তার মা'টা যদি না মরত, তা হ'লে তাকে রেখে দিতুম।

কুব্জ। আচ্ছা, দেখি খোঁজ করে।

দুষমন। আমি কাল সকালে এসে খপর নিয়ে যাব। কিন্তু চুপ করে

কাউকে বলে ফেলিসনি যেন! মাগীগুলোর মনের খবর খুব ভালো করে জেনে নিয়ে তবে বলবি। বুঝলি?

কুঞ্জ। খুব বুঝিচি।

দুষমন। আমি এখন চল্লুম।

কুঞ্জ। এস, ভাই, এস।

(দুষমন চলিয়া গেল)

শালা কার কি যেন সর্ব্বনাশ করেচে। দেখতে হোলো, চুপি চুপি যেতে হোলো ওর বাড়ীতে। বখরা ও আমায় দেবে না কোনকালে, তাই ওর মতলব ফাঁসিয়ে দিতে হবে।

[কুঞ্জ চলিয়া গেল, মঞ্চের পিছন দিক হইতে সনাতন দ্রুত অগ্রসর হইল, সঙ্গে মা]

সনাতন। গেল্ মাগী, গেল্,—গেল্ তোর গুষ্টির পিণ্ডি। অনাহারী ব্রাহ্মণের হবিষ্যান্ন তুই নষ্ট করলি, ভেবেচিস তোর মঙ্গল হবে।

মা। আমি ছুঁইনি বাবা, আমি ত ছুঁইনি।

সনাতন। ছুঁসনি? আমি দেখিনি? ভগবান আমার মাথার ওপরে দু'টো চোখ দেন নি? ও তুই নিয়ে যা, তোর গুষ্টির যে যেখানে আছে তাদের নিয়ে গেলা, সূয্যি পাটে যাবার আগেই মুখে রক্ত উঠে তারা মরুক। সব নিপাত যাক, নির্ব্বংশ হোক।

মা। (সনাতনের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল) ঠাকুর, ঠাকুর, অত বড় অভিশাপ তুমি দিয়ো না। আমি নির্দ্দোষ! তবু যদি তোমার ইচ্ছে হয় আমাকে শাস্তি দাও—আমার স্বামীর বংশের একটি ম্লান-দীপ-শিখা হয়ত কোথায় মিটি মিটি জ্বলচে, তোমার অভিশাপের উষ্ণ শ্বাসে তাও যে নিভে যাবে।

(ধরিত্রী তাহার ছাউনি হইতে বাহির হইয়া শুনিতে লাগিল)

সনাতন। হা—হা—হা—হা—নিভে যাবে? নিভে যাবে! নিভিয়ে দিতেই ত চাই, অনাচারের যে আগুন জ্বলে উঠেছে, তা তো নিভিয়েই দিতে চাই। সেই আগুনে যারা ইন্ধন যোগাবে তাদের ত ধ্বংস করতেই চাই—অধর্ম্মের অঙ্কুর যেখানে যেখানে গজিয়েছে একে একে সব আমি নির্ম্মূল করতে চাই

মা। আমার সবই ত নির্ম্মূল হ'য়েছে ঠাকুর, শুধু যে আজও হয় ত আসেনি—হয়ত এসেও যে একেবারে অসহায় হয়ে রয়েচে, তাকে তুমি অভিশাপ দিয়ো না!

সনাতন। দোব না? কেন, কেন, কেন দোব না?

(ধরিত্রী ছুটিয়া আসিয়া কহিল)

ধরিত্রী। বেশ, যদি ইচ্ছা হয় দাও অভিশাপ। তুমি ব্রাহ্মণ, আমরা মা। তোমার ক্রোধে যদি থাকে আগুন, আমাদেরও বুকে আছে স্নেহবারি। পার ত জ্বালিয়ে তোল তুমি সৃষ্টিনাশা অনল, দেখ বুকের স্নেহধারা ঢেলে সে আগুন আমরা নিভিয়ে দিতে পারি কিনা···মা, মা—এস মা, মূর্খ ওই ব্রাহ্মণের কথায় তুমি কান দিয়ো না।

মা। মায়ের ব্যথা ওরা বোঝে না, ধরিত্রী! কেন বোঝে না?

ধরিত্রী। বোঝে না বলেইত ওরা পতিত, লাঞ্ছিত, অবলুপ্ত ওদের সকল গৌরব, মা!

(দ্রুত যবনিকা পড়িল)

চতুর্থ অঙ্ক

[একটী কাঁচা বাড়ী। একখানি ঘরে খাটিয়ার ওপর সীতা বসিয়া আছে, পাশে ছেলে ঘুমাইতেছে। মাটিতে একটি কালো মোটা নারী বসিয়া নিজের কাজ করিতেছে।]

সীতা। আজও কোন সন্ধান পেলে না?

নিস্তারিণী। রোজই ত যাচ্ছে আসছে, বলে হদিস কিছুই নেই।

সীতা। আমার কপাল তা হ'লে সত্যিই পুড়েছে!

নিস্তারিণী। কেমন করে বলব বাছা! তোমার স্বোয়ামী বেঁচে থাকতেও পারে, নাও পারে। বলবে কে? কে কার খবর রাখে?

সীতা। বৃথা আশা বুকে নিয়ে বেঁচে রয়েচি। তাঁরা বেঁচে থাকলে কি আজও আমাকে এইখানে পড়ে থাকতে হতো? সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে, সারা সহর ওলট পালট করেও তাঁরা আমার সন্ধান করতেন। কিন্তু আমি এখন কি করি? তুমি অমন চুপ করে থেকো না! বল আমি কি করি?

নিস্তারিণী। আমি আর কি বলব বাছা?

সীতা। তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে?

নিস্তারিণী। কোথায়?

সীতা। সহরে। আমি একবার খুঁজে দেখতুম।

নিস্তারিণী। তোমাকে যে এই বাড়ীর বাইরে নে যাব, এমন বল আমার বুকে নেই বাছা।

সীতা। কেন?

নিস্তারিণী। গরীব বলে কি আমাদের কি প্রাণেরও মায়া রাখতে নেই?

সীতা। তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি নে। কে আমাদের বাধা দেবে, কে আমাদের নিষেধ করবে?

নিস্তারিণী। যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেচে।

সীতা। না, না, তাঁর যে দয়ার শরীর! তিনি আমার ব্যথা বুঝবেন।

নিস্তারিণী। তাঁর শরীরে দয়া কতটুকু আমার বেশ জানা আছে।

সীতা। দয়া নেই?

নিস্তারিণী। দুদিনেই তা বুঝতে পারবে বাছা, দুদিনেই তা বুঝবে। আমাকে আর কেন মিছে জিজ্ঞেস কর?

সীতা। তবে আমাকে শীতে আড়ষ্ট দেখে, অচেতন দেখে, এখানে নিয়ে এলেন কেন?

নিস্তারিণী। কেন নিয়ে এল শুন্‌বে?

সীতা। বল, বল, কেন নিয়ে এলেন?

নিস্তারিণী। আমার মাথা চিবিয়ে খাবে বলে!

সীতা। তুমি কি বলছ! ভালো ক'রে বুঝিয়ে বল। আমার ভয় হচ্ছে।

নিস্তারিণী। তোমাকে নিয়ে এসেছে তোমার রূপ দেখে, যৌবন দেখে; আমার জায়গায় বহাল করবার মতলবে।

(সীতা লাফাইয়া পড়িয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল)

সীতা। না, না, তোমার এ কথা সত্য নয়।

নিস্তারিণী। বেশ, তা হ'লে আমি মিছেই বলছি। তুমি নিশ্চিন্দি থাক। ও তোমার স্বোয়ামীর খোঁজ করচে, তারই হাতে তোমাকে সঁপে দেবে। মিছে তা হ'লে ভাব কেন?

সীতা। তুমি যে মিথ্যে বলচ, তা আমি বলিনি। আমি ভাবচি এও কি হ'তে পারে! এম্নি সর্ব্বনাশা এক বিপদের সময় কোন মানুষের মনে এমন কু-ভাব কি কখনও আসতে পারে?

নিস্তারিণী। কিইবা তোমার বয়েস বাছা, আর কিইবা তুমি জান? মানুষে করতে পারে না, এমন কাজ নেই। জান, ও মতলব করেচে যে তোমার ছেলেকে বেচে ফেলবে।

(সীতা ছুটিয়া গিয়া ছেলের কাছে গিয়া বসিল)

সীতা। বেচে ফেলবে, কেন?

নিস্তারিণী। টাকা পাবে ব'লে।

সীতা। টাকার লোভে আমার ছেলেকে বেচে ফেলবে? টাকা কি আমি দিতে পারি না? টাকা কি তাঁরা দিতে পারেন না, যাঁদের বংশে ও জন্ম নিয়েছে? তুমি তাকে বলো, যত টাকা সে চায়, তাই পাবে—শুধু আমাকে আমার বাড়ী পৌঁছে দিক।

নিস্তারিণী। যা বল্‌তে হয়, তুমিই বোলো বাছা। পরের কথায় আমি থাকি না।

(উঠিয়া দাঁড়াইল)

সীতা। তুমি যেয়ো না। আমাকে একা রেখে তুমি যেয়ো না।

নিস্তারিণী। বলি, আমাকে ত ঘর-সংসার দেখতে হবে—কে কি গিলবে তার ব্যবস্থা তো করতে হবে।

সীতা। সে সব কিছু আমি জানি না; আমি এ ঘরে একা থাকৃতে পারব না। তুমি যেয়ো না, তুমি যেয়ো না!

নিস্তারিণী। ত্থাখ, আমি তোমাকে সব কথা খুলে বল্লুম। এখন তোমার যা ভাল মনে হয়, তাই করো। তুমি তো আর কচি খুঁকিটি নও।

সীতা। কি করতে হবে, তুমি আমাকে বলে দাও। মাথা ঠিক রেখে আমি যে কিছুই ভাবতে পারচি না। কেমন করে

পারব? বিপদের পর বিপদ এসে আমাকে যে বিপর্য্যস্ত করে তুলেচে!

নিস্তারিণী। বাছা, আমাকে দিয়ে যা হয়, তা আমি করতে পারি। অসুখ নিয়ে এলে, আসতেই হোল ছেলে। ছিষ্টির সব কাজ ফেলে রেখে, তোমাকে নিয়ে পড়ে রইলুম। দাসীর মতো দিন রাত তোমার সেবা করলুম। আজ একটু সুস্থ হয়েচ দেখে তোমার বিপদের কথা জানিয়ে দিলুম। যা পারি তাই করিচি। এর বেশী কিছু আমি করতে পারি না—আর কিছু করতে আমায় বোলো না।

সীতা। তুমি আমাকে এমন করে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ো না।

(দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল)

এ বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করতে একমাত্র তুমিই পার। তুমিই আমার আশা, ভরসা।

(নিস্তারিণী বুকে মাথা রাখিল। দুইজনেই কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল)

নিস্তারিণী। তুমি গলা জড়িয়ে ধরলে, বেশ ভাল লাগল। বুকের ভেতর গুড় গুড় ক'রে উঠল। ভালো লাগলো, বড় ভাল লাগলো।

(নিস্তারিণী দুই হাতে নিজেকে সীতার বাহু-বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে করিতে কহিল)

কিন্তু তোমার ব্যথায় গলে গিয়ে যদি আমি তোমার দিকে ঢলে পড়ি, তা হ'লে এম্‌নি এক জোড়া হাতের মাঝে এই গলা পড়বে, যা যাঁতার মতোই আমাকে পিষে ফেলবে।

সীতা। আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে যদি তোমার এতই ভয়, তা হ'লে কেন অমন সেবা ক'রে আমাকে বাঁচিয়ে তুল্লে?

নিস্তারিণী। তাও মনে হয়েচে। তোমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখিচি, আর মনে হয়েছে—এ আমার সুখের কাঁটা, আমার শত্তুর। ফেলি গলা টিপে মেরে!

সীতা। তাই ভাবতে!

নিস্তারিণী। মিথ্যে বলব না, তাও ভাবতুম।

সীতা। তবে মেরে ফেল্লে না কেন?

নিস্তারিণী। কেন ফেল্লুম না জান? তোমার ওই খোকার মুখের দিকে চেয়ে।

(সীতা দৌড়াইয়া খোকার কাছে গেল)

সীতা। আমার খোকা! আমার খোকা! সব ব্যথা-ভোলানো আমার খোকা। এমন যার ছেলে, সে মা কি মরে? তাকে কি কেউ মারতে পারে? কেউ কি পারে তার অপমান করতে? মায়ের অক্ষয় কবচ তুমি, জান্‌লে খোকন, মায়ের তুমি অক্ষয় কবচ।

(খোকাকে চুমু খাইতে লাগিল)

নিস্তারিণী। গেল বেটী, গেল সব দুঃখ, সব ব্যথা ভুলে; থাক্ একটুখানি ভুলেই থাক্। আমি কাজ কর্ম্ম গুলো সেরে আসি।

(বাহির হইয়া গেল এবং বাহির হইতে দরজায় শিকল আঁটিয়া দিল)

সীতা। তুমি এলে, কিন্তু এমন দুর্য্যোগের মাঝে কেন এলে! তোমার আসবার দিন গণে যারা আত্মহারা হয়েছিল, আজ কোথায় রইল তারা, আর কোথায় রইলে তুমি। বাছা শোন—

(ফিরিয়া দেখিল নিস্তারিণী চলিয়া গিয়াছে—লাফাইয়া উঠিল)

চলে গেছে! আমাকে একা রেখে চ'লে গেছে। (চারিদিকে চাহিয়া) না, না, আমি একা থাক্‌তে পারব না। (ছুটিয়া দরজার

কাছে গিয়া দরজা ধরিয়া টানিল) বাইরে থেকে বন্ধ। কে বন্ধ করলে? বাইরে থেকে দোর কেন বন্ধ করলে? খোকা, খোকা, আমার খোকনমণি! (খোকার কাছে গেল) না, না, ঘুমিয়েই ত আছে। কে দরজা বন্ধ করলে, কেন করলে?

(পিছনের জানালা দিয়া কুব্জ ঘরের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল)

কে! কে!

(কুব্জ চাপা গলায় কহিল)

কুব্জ। তুমি!

(ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল)

তুমি! তুমি এখানে! কেমন করে এলে?

সীতা। তুমি কে? কে তুমি? কি চাও তুমি?

কুব্জ। ভয় নেই, ভয় নেই মা, আমি এসেছিলুম তোমার দেওয়া সেই গয়নার ভাগ নিতে। কিন্তু এখন চাই, তোমাকে উদ্ধার করতে।

সীতা। তুমি কে? আমি ত তোমাকে চিনি না।

কুব্জ। কিন্তু আমি চিনি। আমি তোমাকে ভুলিনি। চাইবা মাত্র নিজের হাতে এক এক করে গায়ের সব ক'খানা গয়না তুমি খুলে দিয়েছিলে, তোমাকে ত আমি ভুলতে পারি না!

সীতা। ও! তুমি সেই—

কুব্জ। চোর। হাঁ মা, আমি সেই, সেই চোর।

সীতা। আবার কি নিতে এসেচ? আমার ছেলে? আমি দোব না··· দোব না···দোব না—

কুব্জ। মা, মা, শোন মা, আমি তোমার ছেলে নিতে আসিনি—তুমি চেঁচিয়ো না। আমি চলে যাচ্ছি, এখুনি চ'লে যাচ্ছি।

সীতা। চলে যাবে! তবে যে বল্লে তুমি আমাকে এই নরক থেকে উদ্ধার করবে?

কুঞ্জ। আবার ফিরে আসব মা! তোমার আপন-জনদের নিয়ে আসব।

সীতা। আমার আপন-জন? তাঁরা বেঁচে আছে? তুমি জান?

কুঞ্জ। ঠিক জানি না। হয়ত আছে। তুমি এদের কাউকে বোলো না যে আমি এসেছিলুম—

(কুঞ্জ দ্রুত ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল)

সীতা। ওগো, শোন, শোন!

(কুঞ্জ ফিরিল)

তুমি একবার যাবে, আবার আসবে, অনেক দেরী হয়ে যাবে তাতে। তার চেয়ে একেবারে আমাকেই সঙ্গে নিয়ে চল, আমার বাড়ীর লোকদের কাছে পৌঁছে দেবে।

কুঞ্জ। না, না—তোমাকে সঙ্গে নেওয়া যায় না, তাতে বিপদ ঘটতে পারে।

সীতা। তুমি আর যদি না ফিরে এস?

কুঞ্জ। বিশ্বাস হচ্ছে না?

সীতা। না, না, তা নয়।

কুঞ্জ। ঠিক তাই। চোরের কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারচ না। কিন্তু মা, চোরেরও ত মেয়ে থাকে···চোরেরও বুকে তার জন্য দরদ থাকে।

(বাইরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সীতার দিকে অগ্রসর হইল)

দেখি মা,

(সীতা ভয় পাইয়া পিছাইয়া গেল)

না, না, ভয় নেই মা, ভয় নেই।

(সীতার মুখখানি দুই হাতে ধরিল)

হয়ত দেখতে সে এমনই হয়েচে।

সীতা। তোমার মেয়ে!

কুব্জ। এই কুৎসিৎ লোকটাকে দেখে তুমি বিশ্বাস করতে পারচ না, বিশ্বাস করতে পারচ না যে আমারও মেয়ে থাকতে পারে, ঠিক এই সোণার কমলের মতো। কিন্তু থাক মা, সে-সব কথা থাক···আমি যাই···এখুনি ফিরে আসব···তুমি এদের কাউকে কিছু ব'লো না, কাউকে কিছু নয়—কিছু নয়।

(প্রস্থান)

সীতা। বল্লে তোমার আপন-জনদের নিয়ে আসব। আপন-জন! আমার আপন-জন! বেঁচে আছে, আমার খবর পেয়ে ছুটে আসবে। কে কে আসবে? মা বুড়ো মানুষ, কেমন করেই বা আসবেন! ভাশুরদের কেউ? হয়ত দুজনেই আসবেন, হয়ত তাঁদের সঙ্গে দিদিও আসবেন, পান্না, চুনীও আসবে, আর, আর, তিনিও আসবেন; নিশ্চয় আসবেন। খোকন! খোকন-মণি আমার, আর ঘুমিয়োনা, বাড়ী যাবার যে সময় হোলো!

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

নিস্তারিণী। এখনো সব ভুলে রয়েছে। কেমন করে এ কথা ওকে বলব? কিন্তু না বল্লেও তো নয়। ওগো বাছা, শুনছ? বলি, ছেলেকে আদর করবার সময় হয়ত আর পাবে না যদি আমার কথায় কান না দাও।

সীতা। সময় পাবনা ?

নিস্তারিণী। না, বিপদ ঘনিয়ে এসেচে।

সীতা। আবার কি নতুন বিপদ ?

নিস্তারিণী। সে—এসেচে!

সীতা। কে ?

নিস্তারিণী। তোমার ছেলেকে যে কিনতে চায় ?

সীতা। আমার ছেলেকে কিন্‌তে চায়! কে ? কার এত বড় সাহস ?

নিস্তারিণী। একটু পরেই দেখতে পাবে।

সীতা। বেশ, তাকে দেখবার জন্য দাঁড়িয়েই রইলুম। আমার ছেলেকে কিন্‌তে চায়! জানে না কত বড় বংশের ওই ছেলে! তুমিও জাননা। শুন্‌লে ওরা মাথা নুইয়ে নমস্কার করে চলে যাবে, তোমরাও স্তব্ধ হ'য়ে থাকবে।

নিস্তারিণী। এঃ—যে বংশের বড়াই করচ, সেই বংশই যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে ?

সীতা। কি বল্লে!

নিস্তারিণী। বলি, বাতী দিতে কেউ যদি না বেঁচে থাকে ?

সীতা। তুমি ও-কথা বোলোনা, অমন করে ও-কথা তুমি বোলনা।

নিস্তারিণী। কেন ? খুব যে গজরে উঠেছিলে ? ডাকব ওদের ? এসে নিয়ে যাক ছিনিয়ে তোমার কোলের ওই ছেলে, দেখি কেমন করে তুমি বাধা দাও। আমি কোথায় ছুটে এলুম বিপদ থেকে তোমাকে বাঁচাতে, আর তুমি তেড়ে মারতে উঠলে।

সীতা। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি ত জান পরিত্রাণের জন্য আমি তোমারই মুখ চেয়েই রয়েছি, একটু কালও তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার সাহস হয় না, আমি ভরসাও পাই না।

নিস্তারিণী। যে লোকের পাল্লায় তুমি পড়েচ তাকে তুমি জান না—কিন্তু আমি জানি। তার বুকে দয়া নেই, মায়া নেই, মনে ধর্ম্ম অধর্ম্মের ভয় নেই, পাথরও তার চেয়ে নরম, বনের বাঘও তার চেয়ে শান্ত। সে যখন তোমার ওই ছেলে কেড়ে নিতে আসবে, তখন তুমিও বাধা দিতে পারবে না, আমিও না।

সীতা। তা হ'লে আমি কি করব ?

নিস্তারিণী। কেন! তোমার ছেলে যাদের বংশে জন্মেছে, তাদেরই অপেক্ষায় থাক। ছাখ যমপুরী থেকে ফিরে এসে তারা রক্ষা করতে পারে কিনা।

সীতা। অমন করে ও-সব কথা কেন তুমি বল ? তুমি ত জান কত বড় অসহায় আমি। তুমি ত জান আঘাতের পর আঘাত পেয়ে আমার বিচার বিবেচনা সব লোপ পেয়েছে। আমার মুখের কথা শুনেই তুমি আমাকে বুঝতে চেয়োনা, আমার অন্তরের ব্যথা বোঝ, বুঝে আমাকে বাঁচাও।

নিস্তারিণী। অত সব কথা আমি বুঝি না বাছা। সাফ্ সাফ্ কথা বল, দেখি—কিছু করতে পারি কিনা। বলি, পালাতে চাও না থাকতে চাও ? বল।

সীতা। একটুখানি থাকা যায় না ?

নিস্তারিণী। থাকতে যদি চাও, তা হ'লে একটুখানি কেন, চিরকালই থাকতে পার—কিন্তু ছেলেকে রাখতে পারবে না।

সীতা। না, না, এক মুহূর্ত্তও আমি এখানে থাক্‌তে চাই না।

নিস্তারিণী। তাহ'লে নাও ওকে কোলে তুলে।

(নিস্তারিণী ছেলেকে কোলে তুলিয়া আদর করিল)

সীতা। খোকা! খোকা! (ছেলেটি সীতার কোলে দিল)

নিস্তারিণী। এস, আমার সঙ্গে এস।

[নিস্তারিণী চারিদিক দেখিয়া লইয়া কম্বলখানা সীতার গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া দিল]

সীতা। আমার বুক কাঁপচে।

নিস্তারিণী। বুকে সাহস আন। তোমার ছেলে, তোমার বুকে। এস, এই দিকে, এস।

সীতা। আমার পা চল্‌চে না।

নিস্তারিণী। ওরা যে আসচে, তোমার ছেলে কেড়ে নিতে আসচে। দাঁড়িয়ে থাক্‌লে আর রাখতে পারবে না।

দুষমন। (বাহির হইতে) ওরে অত দেরী হচ্চে কেন ?

(নিস্তারিণী ছুটিয়া দরজার কাছে গেল)

নিস্তারিণী। লুকিয়ে লুকিয়ে রসগোল্লা গিলছিরে মুখ-পোড়া, তাই দেরি হচ্ছে। এইটুক সবুর আর সয়না। (আবার ছুটিয়া সীতার কাছে আসিল) শুন্‌লে ত ওদের আর সবুর সইছে না। তুমি চলে এস। (তাহাকে এক রকম টানিয়া পেছনের দরজার কাছে লইয়া গেল। দরজাটা খুলিয়া ফেলিল) যাও, দুর্গা বলে পা বাড়াও। বেরিয়ে পড় এই দরজা দিয়ে। এই বাগানের পেছনে একটা মাঠ পাবে, সেই মাঠের ওপারেই সহর। সোজা চলে যাও, সাবধানে, পায়ের দিকে নজর রেখে।

(সীতাকে এক রকম ঠেলিয়াই বাহির করিয়া দিল। সীতা ফিরিয়া দাড়াইল)

সীতা। তোমার সঙ্গে কি আর দেখা হবে না ?

নিস্তারিণী। হবে, দেখা হবে ; আবার দেখা হবে। যাও দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা।

(কপাটটা ঠেলিয়া দিয়া ঘরের মাঝে আসিল)

মা। ভগবতী! ওর কোলের ছেলেকে বাঁচাও মা; ওর কোলের ছেলেকে বাঁচাও।

দুষমন। বলি, রাতটা কি ওই ঘরেই কাটিয়ে দিবি নাকি? দেখ্‌তে হোলো তোদের কাণ্ড!

নিস্তারিণী। ওই আসচে আমার যম।

[ফুংকারে ঘরের প্রদীপটা নিভাইয়া দিল। শব্দ করিয়া দরজা খুলিয়া দুষমন প্রবেশ করিল]

দুষমন। একিরে! ঘর অন্ধকার কেন?

নিস্তারিণী। ওগো এসো না, এসো না, এ ঘরে তুমি এসো না।

দুষমন। কেন? হয়েচে কি? ঘর অন্ধকার করলি কেন?

নিস্তারিণী। অন্ধকার কি আমি করিচি, তাঁরা করেছেন।

দুষমন। তাঁরা কারা রে মাগী?

নিস্তারিণী। অপদেবতারা—।

দুষমন। অপদেবতা আবার কে রে?

নিস্তারিণী। তখুনি কতবার বলেছিলুম অপঘাতে যারা মরেচে, তাদের কাউকে ঘরে রেখোনা! তাতে ভাল হবে না।

দুষমন। আচ্ছা দাঁড়া মাগী, আমি একটা বাতি নিয়ে আসি, তারপর দেখি কটা অপদেবতা তোর ঘাড়ে ভর করেছে।

(দুষমন দরজার দিকে অগ্রসর হইল)

নিস্তারিণী। না, না, আলো এনো না, তাঁরা হয়তো এখানেই আছেন; দেখে তুমি আঁতকে উঠবে।

দুষমন। আচ্ছা আগে একটা বাতি নিয়ে আসি। তারপর তোকে দেখব, তোর অপদেবতাকেও দেখব।

(দরজায় শব্দ করিয়া চলিয়া গেল)

নিস্তারিণী। এতক্ষণ অনেকটা পথ চলে গেছে! আরো কিছুকাল ওকে আট্‌কে রাখতে পারলে নাগাল পাবে না।

(দুষমন আলো লইয়া প্রবেশ করিল)

দুষমন। কোথায় তোর অপদেবতা রে, হারামজাদী!

(নিস্তারিণী খালি বিছানা দেখাইয়া দিল)

নিস্তারিণী। ভ্যাখনা, ওই দিকে চেয়ে।

(দুষমন বিছানার কাছে ছুটিয়া গেল)

দুষমন। অ্যাঁ, কোথায় গেল? ছেলে নিয়ে কোথায় গেল?

নিস্তারিণী। তবে আর বল্‌ছিলুম কি গো! তোমার কথা শুনে এই ঘরে ত এলুম, ওকে বল্লুম, দে মাগী ছেলে দে। এম্নি সময় ঘরের চার দিক থেকে কারা যেন খিল্ খিল্ করে হেসে উঠ্‌লো, আলোটাও গেল নিভে, আগুনের চাকার মতো কি যেন একটা ঘুরতে ঘুরতে এসে মা আর ছেলে দু'জনকেই নিয়ে গেল। তারপর কি হোলো জানি না। জ্ঞান হ'তেই শুনলুম তুমি ডাকাডাকি করচ।

দুষমন। চেঁচিয়ে আমাকে ডাক্‌লিনি কেন?

নিস্তারিণী। ওগো, ডাকব কি গো। বাক্-রোধ হলো যে! ইষ্টিদেবতার নাম জপ করব, না তোমাকে ডাকব?

দুষমন। হুঁ।

(চারিদিকে দেখিতে লাগিল)

নিস্তারিণী। অমন করে কি দেখচ?

দুষমন। দেখচি শালা অপদেবতা কোন পথে পালালো!

নিস্তারিণী। তাদের সম্বন্ধে অমন অচ্ছেদ্দার কথা ক'য়োনা হয়ত ঘরের চাল ফুটো ক'রে চ'লে গেছেন!

দুষমন। কোন্ দিক দিয়ে গেছে, দেখবি? ওই ছাখ! দাঁড়া, তাকে আগে ধরে আনি।

[পিছনের দরজার দিকে অগ্রসর হইল, বিদ্যুৎবেগে নিস্তারিণী গিয়া দরজায় পিঠ দিয়া দাঁড়াইল]

তবে রে হারামজাদী, অপদেবতা এসে নাকি নিয়ে গেছে!

(নিস্তারিণীর গলা টিপিয়া ধরিল)

নিস্তারিণী। মেরে ফেল্লে গো, মেরে ফেল্লে!

দুষমন। খুনই তো করব। দেখি তোর কোন্ বাবা এসে তোকে বাঁচায়।

কুঞ্জ। এই ঘরে বাবু, এই ঘরে।

(বহু লোকের পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জর কণ্ঠ শোনা গেল)

নিস্তারিণী। ওরে ছাড় ছাড়, খুন করলে ধরা পড়বি, তোকে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে দেবে!

(সুস্থির, অশোক, ভোলানাথ, শম্ভু প্রবেশ করিল)

সুস্থির। অশোক, শম্ভু, ওকে বাঁচাও।

(দুষমন নিস্তারিণীকে ছাড়িয়া দিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল)

দুষমন। খবরদার!

(নিস্তারিণী তাহাকে টানিয়া ধরিল)

নিস্তারিণী। ওরে বোকা মিন্সে, একা ওদের সঙ্গে তুই লড়বি? পারবি কেন রে মুখপোড়া!

(ছুটিয়া দুষমন আগন্তকদের মাঝে দাঁড়াইল)

বলি, এ তোমাদের কেমন ধারা ব্যাভার বাবু? লোকের বাড়ী চড়াও হয়ে মারপিট কর? তোমরা না ভদ্দর লোক?

অশোক। আর একটু হলেই ও যে তোমাকে খুন করতো!

নিস্তারিণী। খুন করত, বেশ করত। তাতে তোমাদের কার বুকে চিতের আগুন জ্বলে উঠত গো! পথে নয়, ঘাটে নয়, অপর কারু বাড়ী নয়, নিজেদের বাড়ীতে, নিজেদের ঘরের ভেতরে হচ্ছে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপ। আমাদের যা ইচ্ছে তাই করতে পারব না? কেন? কিসের জন্য? আমরা গরীব বলে, আমাদের দালান কোঠা নেই বলে, তালুক-মুলুকের মালিক আমরা নই বলে? বলত শুনি।

শম্ভু। না বাছা, আমাদের আর কিছু বল্‌বার নেই।

নিস্তারিণী। কোন্ মুখে বল্‌বে? বলবার মুখ কি ভগবান রেখেছেন? দর্পহারী মধুসূদন কি দালান-কোঠা ভেঙ্গে দিয়ে, ধন-দৌলত কেড়ে নিয়ে তোমাদের দর্প চূর্ণ করেন নি? ওরে মিন্সে, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলছিস কেন? যা—না, ছাখনা মেয়েটা কোথায় গেল, এই ভর সন্ধ্যেয় কচি ছেলে কোলে নিয়ে।

(দুষমনকে ঠেলিয়া দিল)

মা। কোথায়? কোথায় আমার দাদু? আমার বংশের প্রদীপ কোথায়? কোথায় আমার শিব-রাত্তিরের সল্‌তে?

[বলিতে বলিতে মা ছুটিয়া প্রবেশ করিল, সঙ্গে ধরিত্রী, সকলের পিছনে কুঞ্জ]

সুস্থির বাবা, তাদের পেলে না? পেলে না তাদের?

সুস্থির। মা, এখনও পাইনি।

নিস্তারিণী। বলি, তোমাদের আর কেউ আসতে বাকী আছে?

মা। আমি যে বড় আশা করে ছুটে এসেছিলুম, মা।

নিস্তারিণী। এখন বলত বাবুরা কি জন্যে তোমাদের এই উপদ্রব?

সুস্থির। আমরা শুনেছিলুম এই বাড়ীতে একটি বউ তার কচি ছেলে নিয়ে বড় বিপদে পড়েচে।

নিস্তারিণী। তোমরা এসেছিলে, তাকে উদ্ধার করতে ?

সুস্থির। হাঁ, তাই এসেছিলুম।

নিস্তারিণী। তা হ'লে আর একটুকালও দেরি ক'রো না। এই দোর দিয়ে বেরিয়ে যাও। তাকে বাঁচাবার জন্যেই আমি তাকে বার করে দিয়েছি, এই মেঘলা রাতে, এই অন্ধকারে।

সুস্থির। তাকে তুমি মরণের পথে ঠেলে দিয়েচ।

নিস্তারিণী। মরণের পথে কি বাঁচবার পথে তা জানি না। তাই দিয়েচি ব'লেই ত তোমাদের বল্‌চি আর দেরি ক'রো না—করলে তাদের বাঁচাতে পারবে না।

অশোক। তোমার কোন কথাই ত বুঝতে পারছি না।

সুস্থির। অশোক! অশোক! কৈফিয়ৎ চেয়ে আর কালপেক্ষ ক'রো না। চল ওরই কথার উপর নির্ভর করে ওরই নির্দ্দেশ মত আমরা এগিয়ে যাই। মেঘ ডাকচে, ঝড় আসচে, যদি বাদলও নামে, তা হ'লে আর তাঁদের বাঁচাতে পারব না।

নিস্তারিণী। তোমরা এস, আমার সঙ্গে এস, আমিই তাকে পথে বার করে দিয়েচি, পথ আমিই দেখিয়ে দোব।

(দ্রুত যবনিকা পড়িল)

পঞ্চম অঙ্ক

[ছোট বড় নানা রকম গাছ ও গুল্ম সমাবৃত প্রান্তর। মাঝে মাঝে গেরুয়া বালির স্তূপ। মাঝে মাঝে মেঘ ডাকিবে, হাওয়া বহিবে, বিদ্যুৎ চমকাইবে। টর্চ্চ লইয়া এক দিক দিয়া সুস্থির ও অশোক প্রবেশ করিল।]

সুস্থির। এদিকেও আসেনি অশোক। এলে বালির ওপর তার পায়ের দাগ পড়ত।

অশোক। মায়ের অবস্থা একটিবার মনে কর ত সুস্থির দা!

সুস্থির। মনে হয় মৃত্যু যেন অসহায়া ওই বৃদ্ধার সঙ্গে পরিহাস সুরু করেছে।

অশোক। এখুনি হয়ত জল আসবে।

সুস্থির। ছোট্ট ওই মা আর ছোট্ট তার শিশু, একজনও এই দারুণ শীত সইতে পারবে না। তাদের ধমনীর রক্ত জমাট বেঁধে যাবে।

অশোক। আমাদেরই হাড় অবধি কাঁপিয়ে তুলেচে। আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না সুস্থির দা যে, এই নারীর মৃত্যুই যদি ছিল ভগবানের অভিপ্রেত, তা হ'লে সেদিন তার সর্ব্বস্ব হরণ করেও কেন তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন।

সুস্থির। আমিও তো সেই কথাই ভাবচি অশোক। আর তাই ভাবচি বলেই এক একবার ব্যর্থ সন্ধানের নিরাশ অন্ধকার ভেদ করে আমার মনে ক্ষীণ আশার আলো জ্বলে উঠচে। মনে হচ্ছে, মায়ের পুত্রবধু এই সীতার গর্ভজাত সন্তানের মৃত্যু নাই। ওই সন্তান গর্ভে ছিল ব'লেই সেদিন তার গায়ে একটি আঁচড়ও

লাগেনি—আর আজও ওই সন্তান বুকে রয়েছে বলেই মৃত্যুর এই আয়োজনকেও ব্যর্থ করে দিয়ে সে হয়ত বেঁচে থাকবে।

অশোক। সুস্থির দা ওই কে আসে? কার পায়ের শব্দ!

ভোলানাথ। (দূর হইতে) সুস্থির! অশোক! কোনও সন্ধান পেয়েচ?

সুস্থির। কে আসছে, এইবার বুঝেচ অশোক?

অশোক। ভোলানাথ দা।

সুস্থির। ভোলানাথও এল ব্যর্থতা বহন করে।

(ভোলানাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

বুঝিচি ভাই কোন সন্ধানই তুমি পাওনি। মা কোথায়? ধরিত্রী?

ভোলানাথ। শম্ভু, তাদের নিয়ে এই দিকেই আসচে।

অশোক। সুস্থির দা, কান পেতে শোন। শোন, কে যেন কাঁদচে।

ভোলানাথ। থেকে থেকে যেন ফুঁপিয়ে উঠ্চে।

সুস্থির। কান্না নয় অশোক, ও বাতাস।

অশোক। হাঁ, বাতাসই হবে। মনে হচ্ছিল মায়ের হাহাকার।

সুস্থির। দুর্ব্বল মা, তোর চেয়েও দুর্ব্বল ছেলে, প্রবলতর ঝঞ্ঝা, পিছনে পাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার, মাথার ওপরে কৃষ্ণ মেঘের প্রলয় নর্ত্তন, মাটীর বুকে মাঝে মাঝে অতল-গহ্বর! মৃত্যুর যত্ন-রচিত এই ফাঁদের ভিতর দিয়ে শঙ্কিতা সন্ত্রস্তা জননী পুত্রকে নিরাপদ দেখবার আশা নিয়ে দিশেহারা হয়ে চলেচে। চারিদিক থেকে মরণ হাতছানি দিয়ে ডেকে বলচে, ওরে, আয় আয় আয়, জীবনের জ্বালা জুড়োবার এমন ঠাঁই আর পাবিনে।

অশোক। চলতে হয়ত পদে পদে টলে পড়চে।

ভোলানাথ। হাওয়ায় হয়ত উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অঙ্গের আবরণ।

অশোক। হিমে হাত পা হয়তো আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ভোলানাথ। হয় তো পরিত্রাণের উপায় নেই জেনে ছেলেকে বুকে চেপে মাটিতে নুয়ে পড়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করচে।

সুস্থির। চারিদিকে চলেচে শুধু মরণের অভিযান!

(দূর হইতে মায়ের আর্ত্তনাদ)

মা। সীতা! আমার সোণার প্রতিমা সীতা!

অশোক। মায়ের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন আর সইতে পারি না সুস্থির দা।

(মা ছুটিয়া আসিল, সঙ্গে ধরিত্রী আর শম্ভু)

মা। তোমরা কাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছ? পেয়েচ? পেয়েচ? পাওনি, পাওনি! তোমরা, তাকে খুঁজে পাওনি! জানি, পাবেনা। যাকে পেয়েছিলুম তাকেই রাখতে পারিনি, আর যাকে এতদিন পেলুম না, সে দেবে ধরা!

সুস্থির। মা, এদিকটা আমরা এখনও খুঁজে দেখিনি, তোমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মা। তা হ'লে চল, চল, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। এখুনি জল নামবে, ঝড় আসবে, পৃথিবী আবার দুলে উঠবে। তা হ'লে আর তাদের পাওয়া যাবে না! চল, চল, চল···

(মা অগ্রসর হইল)

সুস্থির। মা!

মা। আবার পিছু ডাক্‌লি বাবা!

সুস্থির। আমাদের একটা অনুরোধ রাখ মা।

মা। আবার অনুরোধ! বল, কি বল্‌বে?

সুস্থির। আমরা সারারাত ধরে প্রান্তরের পর প্রান্তর, বন থেকে বনান্তর তোমার সীতার সন্ধানে ফিরব কিন্তু তুমি…

মা। আমিও পারব তোমাদের সঙ্গে ছুটতে।

অশোক। এই অন্ধকারে, এই শীতে তুমি তা পারবে না মা।

মা। তোমরা ভাবচ ক্লান্ত হব? হয়ত হব। কি এসে যায় তাতে? চির-বিরামের সময় যে আমার ঘনিয়ে এল।

সুস্থির। ধরিত্রীকে আর তোমাকে ছাউনিতে রেখে আসুক মা!

মা। ধরিত্রী! হাঁ—ধরিত্রী যাক্, তার খোকা রয়েছে। মা ধরিত্রী! তোমাকে আর এখানে থাকতে নেই।

ধরিত্রী। আমি যাব না মা তোমাকে ফেলে।

অশোক। তুমিও যাও মা, নইলে উনি ত যাবেন না।

মা। ওকে ত যেতেই হবে। খোকা একা রয়েচে! সে হয়ত কাঁদচে।

ধরিত্রী। আমি তাকে লতিকার কাছে রেখে এসেছি। তারই কাছে সে শান্ত থাকে।

সুস্থির। মা, আমাদের ছুটে যেতে হবে।

মা। না হয় আমি পিছিয়েই পড়ব। তোমাদের দৃষ্টি যদি এড়িয়েই যায়, আমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না।

কুঞ্জ। (দূর হইতে) বাবু! বাবু!

অশোক। কে? কে?

(খানিকটা নিকটে)

কুঞ্জ। বাবু!

ভোলানাথ। ও সেই কুঞ্জ।

শম্ভু। এদিকে, আমরা এই দিকে।

(কুঞ্জ কাছে আসিয়া দেখিল)

কুঞ্জ। আমি তাকে দেখেছিলুম!

মা। দেখেছিলে!

কুঞ্জ। হাঁ, মা, দেখেছিলুম।

সুস্থির। কোথায়?

অশোক। কোন্ দিকে?

কুঞ্জ। অন্ধকারে দিক ঠিক করতে পারিনি, কিন্তু আমি দেখেছিলুম, বিজলীর চমকে দুর থেকে দেখেছিলুম—ছেলেকে বুকে নিয়ে টলে টলে চলচে।

মা। ছেলে বুকে! ছেলে বুকে চলে আমার সোণার প্রতিমা সীতা! ওরে, তা হ'লে তারা বেঁচে আছে! বেঁচে আছে সুস্থির! তারা বেঁচে আছে।

(কুঞ্জকে ধরিয়া)

সুস্থির। তারপর তুমি বল, বল, তারপর?

কুঞ্জ। আমি চেঁচিয়ে ডাক্‌লুম—

শম্ভু। আমি শুনেছিলুম। কিন্তু ভাবলুম অশোক আমাদের ডাক্‌চে।

কুঞ্জ। আবারো ডাক্‌লুম—

ভোলানাথ। সাড়া দিলে না?

কুঞ্জ। না।

মা। কে সাড়া দেবে? তার মন যে তখন ছিল সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল। তার কানে ত ওর ডাক পৌঁছুবে না।

কুঞ্জ। হয়ত শুনেছিল মা—বিজলীর চমকে চেয়ে দেখ্‌লুম সে দাঁড়াল, পেছন দিকে চাইল।

অশোক। হয়ত সাড়া দিয়েছিল।

ভোলানাথ। হয়ত হাওয়ায় তা ভেসে গেল—

কুঞ্জ। আমি তাকে ধরবার জন্য ছুটে চল্লুম। কিন্তু—

মা। বল, বল, কিন্তু—

কুঞ্জ। একটা ফাটলের মাঝে পড়ে গেলুম, মা। অনেক কষ্টে যখন উঠে দাঁড়ালুম তখন আর তাকে দেখতে পেলুম না।

অশোক। কোথায়?

কুঞ্জ। নিশানা নেই।

ভোলানাথ। কোন্ দিকে?

কুঞ্জ। নিরিখ করতে পারিনি।

মা। সুস্থির আর দেরী করো না, বাবা। চল, এগিয়ে চল, চল।

ভোলানাথ। চল সুস্থির, নইলে অনুতাপের আর অবধি থাকবে না।

অশোক। এক দিকে নয়, দিকে দিকে আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

কুঞ্জ। আমি ওই দিকটায় যাই বাবু, পায়ের চিহ্ন ধরে ধরে আমি তার দিকে এগিয়ে যাব।

সুস্থির। এই অন্ধকারে পায়ের চিহ্ন কেমন করে দেখ্‌বে তুমি।

কুঞ্জ। আমি তা পারব। আমি চোর, কুকুরের মত আমার অভ্যেস আছে। আমি তা পারব।

(কুঞ্জ যেদিক দিয়া আসিয়াছিল সেই দিকেই চলিয়া গেল)

সুস্থির। আমরা তা হ'লে এই দিক্‌টাই দেখি—

(সুস্থির, শম্ভু, মা, ধরিত্রী চলিয়া গেল)

(অমরনাথ প্রবেশ করিল। সে যেন কি খুঁজিতেছে)

অশোক। ভোলানাথ, ছাখ ওইদিকে, কে যেন আসচে!

ভোলানাথ। সীতার বাপ।

অশোক। (অমরনাথের কাছে গিয়া) আপনি এ সময়ে, এখানে?

অমর। কে যেন ঠেলে নিয়ে এল। কানে কানে বলে দিল, এইখানেই তাকে পাব।

অশোক। কাকে?

অমর। কে যেন হারিয়েচে! কে যেন আমার বুক থেকে বেরিয়ে পালিয়েচে—আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েচে।

অশোক। আসুন আমার সঙ্গে। আমি তাকে ধরে দোব।

অমর। দেবে?

অশোক। দোব?

অমর। ঠিক বলচ দেবে?

অশোক। আসুন আমাদের সঙ্গে।

[তাহাকে লইয়া ধরিয়া চলিয়া গেল। অন্ধকার মঞ্চের পিছন দিকে বিজলীর আলোয় দেখা গেল সন্তান বুকে লইয়া সীতা টলিয়া টলিয়া আগাইয়া আসিতেছে, হাওয়ায় তাহার বসন উড়িতেছে]

সীতা। আর ত পারিনা। কোন্ পথে? কোন্ দিকে? বলে দাও মা, পথ দেখিয়ে দাও!...খোকন...খোকনমণি,...ভয় পেয়োনা ...সাহস হারিয়ো না...

[মঞ্চ অন্ধকার হইল। আর তাহাকে দেখা গেলনা। অন্ধকারের ভিতর হইতেই সীতার কণ্ঠ শোনা গেল]

মা! মাগো!

(সুস্থির অশোককে লইয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে কহিল)

সুস্থির। কার ওই আকুল আর্ত্তনাদ, অশোক ?

(মা, ধরিত্রী ও শম্ভু প্রবেশ করিল)

মা। কোথায় রে! কোথায় আমার সীতা, আমার বংশের প্রদীপ দাদু কোথায়!

অশোক। তুমি ঠিক শুনেচ সুস্থির দা ?

সুস্থির। শুনিচি অশোক। সে আর্ত্তনাদ যেন স্রষ্টার কাছে কারু শেষ আত্মনিবেদন।

মা। গ্যালো, গ্যালো···সবই ফুরিয়ে গ্যালো। শেষ দীপ-শিখাও গেল নিভে।

[কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল, ধরিত্রীও পাশে বসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল]

ধরিত্রী। মা! মাগো!

সুস্থির। মা, আমরা হয়ত ভুল শুনিচি।

মা। না, না, ভুল নয়, ভুল নয়। সে আমায় ডেকেছিল ; ভুল নয়···

[ধরিত্রীর কোলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমরনাথ প্রবেশ করিল]

অমর। ভুল নয়, ভুল নয়। মনে পড়েচে,···আমার মনে পড়েচে! আমার এক মেয়ে ছিল। সীতা তার নাম। সীতার কণ্ঠ আমি শুনিচি···ভুল নয়, ভুল হতে পারেনা। আমি তাকে খুঁজে বার করব, ধরণীর বুক চিরে আমি তাকে আবার বার করব। সীতা! সীতা! সীতা!

[পাগলের মত হইয়া দূরের অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, কিন্তু তাহার কণ্ঠে সীতার নাম মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল]

কুঞ্জ। (পিছন হইতে) বাবু! বাবু!

সুস্থির। কে?

ভোলানাথ। ও সেই কুঞ্জ।

অশোক। হয়ত তাদের ও পেয়েচে।

[সুস্থির প্রভৃতি পিছন দিকে ছুটিয়া গেল। তাহাদের টর্চ্চের আলোয় দেখা গেল একটা বালুর স্তূপের উপর কুঞ্জ বসিয়া আছে। তাহার চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতেছে]

ভোলানাথ। পেয়েচ? পেয়েচ তাদের?

কুঞ্জ। পেয়েচি…কিন্তু…

সুস্থির। চুপ করলে কেন? বল কোথায় তারা।

(কুঞ্জ ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল)

কুঞ্জ। দাও। একটা আলো দাও।

[হাত বাড়াইয়া টর্চ্চ লইল। একটা আগাছার ঝোপ উপড়াইয়া ফেলিল। টর্চ্চের আলো ফেলিয়া কহিল]

দ্যাখ, দ্যাখ!

[টর্চ্চের আলোয় দেখা গেল সীতার বক্ষ পর্য্যন্ত ফাটলের মাঝে নামিয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, বিবর্ণ মুখ, বুকে কিন্তু তখনও তাহার সন্তান। অশোক বালু-স্তূপের উপর লাফাইয়া উঠিল। সীতার গায়ে হাত দিয়া কাহিল]

অশোক। এ যে মৃতা সুস্থির দা!

(দূরে অমরনাথের আর্ত্তনাদ, সীতা, সীতা—)

কুঞ্জ। দ্যাখ বাবু, দ্যাখ, পাথরের মত শক্ত…বরফের মত ঠাণ্ডা।

সুস্থির। মা নেই, ছেলেও নেই, তবুও মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ রয়েচে মৃত্যুর মাঝেও মূর্ত্ত হয়ে!

ভোলানাথ। শুধু শঙ্কাতেই মরে গেল।

অশোক। ফাটলের ফাঁকে পা পড়তেই ভয়-ভীরু প্রাণ চকিতে বেরিয়ে গেল।

কুঞ্জ। বাবু! বাবু! মায়ের কোলে ছেলে বেঁচে রয়েচে!

(সীতার সন্তানকে কোলে তুলিয়া)

এই ছাখ বাবু!

[অশোককে দেখাইল। তাহার পর লাফাইয়া পড়িয়া সুস্থিরকে দেখাইল]

ছাখ বাবু, বেঁচে আছে। বেঁচে আছে।

(আনন্দে আত্মহারা হইয়া হাসিতে লাগিল)

সুস্থির। মায়ের কোলে তুলে দাও ভাই, মায়ের কোলে তুলে দাও।

(মা যেখানে পড়িয়া কাঁদিতেছিল, সকলে সেইখানে আসিল)

কুঞ্জ। এই যে মা, এনিচি…কোলে তুলে নাও…

ধরিত্রী। মাগো! চেয়ে ছাখ মা।

সুস্থির। তোমার বংশের দুলালকে কোলে তুলে নাও, মা।

মা। (ধীরে ধীরে মাথা তুলিল) আমার বংশের দুলাল! বেঁচে আছে সুস্থির?

কুঞ্জ। এই যে মা! কোলে নাও। বুকে নাও। জ্বালা জুড়োবে!

মা। দাও বাবা, দাও! (বুকে চাপিয়া ধরিয়া) আমার দাদু, আমার বংশের প্রদীপ, আমার শিবরাত্তিরের সলতে। আ—আ—আ!

[গালে মাথা রাখিল। মেঘ কাটিয়া চাঁদের আলো বাহির হইল। দূরে অমরনাথের আর্ত্তনাদ সীতা—সীতা—সীতা! মঞ্চের পিছন হইতে ভোলানাথ চীৎকার করিল]

ভোলানাথ। সুস্থির! অশোক! সীতার দেহ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

(সকলে আবার ছুটিয়া গেল)

অশোক। এই অতল গহ্বরে সে লুকিয়েছে ভোলানাথ! তাকে তুলতে হবে। ভোলানাথ, শম্ভু, তাকে তুলতে হবে ভাই।

[সকলে মাথা নীচু করিয়া কাটল দেখিতে লাগিল। সুস্থির একটিবারও দেখিয়া লইল। তাহারপর উঠিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল]

অশোক। যাও ভাই, যাও, কোদাল, গাঁতি যা যেখানে পাও, ছুটে গিয়ে নিয়ে এস। ওকে যে ওই গহ্বর থেকে তুলতে হবে!

সুস্থির। থাক্ অশোক, থাক্। ওইখানেই ও সুখে থাকবে। ধরণীর বুক মরুভূমির মতই শুকিয়ে গিয়েছিল, সীতার অন্তরের সঞ্চিত স্নেহধারা তাকে সরস করে তুলবে,—পৃথিবী ফিরে পাবে তার শস্য-শ্যামলা রূপ, সন্তান ফিরে পাবে তার হারানো সম্পদ, মৃত্যুকেও জয় করবার জীবন-অমৃত পানে পতিত মানব খুঁজে পাবে পরিত্রাণ।

[সকলে মাথা নত করিল। অমরনাথের আর্তনাদ আবার ধ্বনিয়া উঠিল, তাহার সহিত মিলিল বাতাসের হাহাকার, মায়ের ক্রন্দন। মঞ্চ অন্ধকার, প্রেক্ষাগারও অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই যবনিকা পড়িবে।]